



জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর



JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-282 ■ 22 July, 2025 ■ আগরতলা ২২ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ৫ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাঠা

শারীরিক অসুস্থতা উপরাষ্ট্রপতি ধনখড়ের পদত্যাগ



নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় সোমবার স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সংবিধানের ৬৭(ক) অনুচ্ছেদের আওতায় তাঁর পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন তিনি। পদত্যাগপত্র অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন ধনখড়। এর আগে তিনি ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজপাল ছিলেন। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে ধনখড় চিঠিতে লেখেন, স্বাস্থ্যসেবা অগ্রাধিকার দেওয়া এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলতে আমি ভারতের উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবিলম্বে পদত্যাগ করছি, যা সংবিধানের ৬৭(ক) অনুচ্ছেদের অধীনে কার্যকর। তিনি রাষ্ট্রপতির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লেখেন, আপনার সহানুভূতিশীল সহায়তা এবং আমার কর্মকালের সময় যে সুন্দর কর্মপরিবেশ ছিল, তার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধনখড় বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা এবং সমর্থন ছিল অসামান্য। আমি আমার দায়িত্ব পালনের সময় অনেক কিছু শিখেছি। তিনি সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে যে উৎসাহ, আস্থা এবং স্নেহ পেয়েছি, তা আমি আজীবন স্মরণে রাখব। চিঠির শেষাংশে ধনখড় লেখেন, এই মহান গণতন্ত্র উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে যে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অর্জন করেছি, তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। ভারতের যে ব্যতিক্রমী অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের সাক্ষী হতে পেরেছি, তা আমার জীবনের এক গর্বের অধ্যায়। সাথে তিনি আরও লেখেন, আমি যখন এই গৌরবময় দায়িত্ব থেকে বিদায় নিচ্ছি, তখন ভারতবর্ষের অভাবনীয় অগ্রগতি ও বৈশ্বিক অবস্থান নিয়ে আমি গর্বিত। আমি ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি অটল আস্থা বিশ্বাস রাখি।

রাষ্ট্রপতির দপ্তরের পক্ষ থেকে তাঁর পদত্যাগ গৃহীত হয়েছে এবং নতুন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে আলোচনা শীঘ্রই শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিচারপতি ভার্মার অপসারণ চেয়ে সংসদে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবে স্বাক্ষর ২০৮ সাংসদের

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই। বিতর্কিত নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনার প্রেক্ষিতে বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বিরুদ্ধে সংবিধানের ২২৪, ২১৭ ও ২১৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে ইমপিচমেন্ট (অপসারণ) প্রস্তাব জমা দিলেন সংসদের উভয় কক্ষের দুই শতাধিক সাংসদ। লোকসভায় ১৪৫ জন ও রাজ্যসভায় ৬৩ জন সাংসদ এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন। লোকসভায় ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবে স্বাক্ষর করা সাংসদদের মধ্যে রয়েছেন, অনুরাগ ঠাকুর, রবিশঙ্কর প্রসাদ, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, রাজীব প্রতাপ রুড়ি, পিপি চৌধুরী, সুপ্রিয়া সুলো ও কে সি বেনুগোপাল সহ আরও অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, বিচারপতির অপসারণের প্রস্তাব সংসদে পেশ করতে হলে লোকসভায় কমপক্ষে ১০০ জন ও রাজ্যসভায় ৫০ জন সাংসদের স্বাক্ষর প্রয়োজন। সেই শর্ত পূরণ করে জমা পড়েছে এই প্রস্তাব। এই প্রস্তাব এখন লোকসভার অধ্যক্ষ বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের বিচার্য্যীন। তাঁরা এই প্রস্তাব গ্রহণ বা খারিজ যে কোনওটি করতে পারেন। প্রস্তাব গ্রহণ হলে এরপর বিচারপতির বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হবে। এর আগে কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ জাান, তাঁর দল ও ইতি জোট বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। গতকাল কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরণে রিজিউ জানিয়েছিলেন, ইতিমধ্যে ১০০-র বেশি সাংসদ বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার অপসারণে স্বাক্ষর করেছেন। এখন সেই সংখ্যাটি ২০০ পেরিয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় বিচারব্যবস্থায় রাজনৈতিক চাপ ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার নতুন সীমাবদ্ধতা তৈরি হলে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এদিকে, বিরোধীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র সরকার "অপারেশন সিন্দুর" এবং সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরের

৫ এর পাঠ্য দেখুন

বর্ষকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সংসদ প্রাঙ্গণে সংবাদ মাধ্যমের কাছে অপারেশন সিন্দুরের সাফল্য সগর্বে দাবি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সংসদ প্রাঙ্গণে বর্ষকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন। বর্ষকালীন অধিবেশনে সকলকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্ষকালীন অধিবেশন পুনর্নবীকরণের প্রতীক। সারা দেশে বর্তমান আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুকূলভাবে এগিয়ে চলেছে এবং কৃষির জন্য উপকারী পূর্বাভাস নিয়ে এসেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, বৃষ্টিপাত কেবল গ্রামীণ অর্থনীতি এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেই নয়, প্রতিটি পরিবারের আর্থিক কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রী মোদী বলেন, বর্তমান তথ্যের ভিত্তিতে বিনোদন শিল্পের তুলনায় এই বছর জলাধারের জলস্তর তিনগুণ বেড়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই জলস্তর বৃদ্ধি আগামী দিনগুলিতে ভারতের অর্থনীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত করবে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে প্রথমবারের মতো ভারতীয় ত্রিবর্ণ



উদ্ভাবনের প্রতি নতুন উৎসাহ ও উদ্ভাবনার সঞ্চয় করছে। শ্রী মোদী আরও উল্লেখ করেন যে, এই সাফল্যে সমগ্র সংসদ-লোকসভা ও রাজ্যসভা-এবং ভারতের জনগণ একতাবদ্ধতার উজ্জল প্রতিফলন। তিনি আরও বলেন, এই বিজয় উদযাপন ভারতের ভবিষ্যৎ মহাকাশ অনুসন্ধান অভিযানের

পতাকা উত্তোলনের ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বর্তমান বর্ষকালীন অধিবেশনকে ভারতের বিজয় উদযাপন হিসেবে বর্ণনা করে শ্রী মোদী বলেন, সারা বিশ্ব ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি ও সক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছে। "অপারেশন সিন্দুর"-এর কথা

জনা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহবাক্স হিসেবে কাজ করবে। চলতি বর্ষকালীন অধিবেশনকে ভারতের বিজয় উদযাপন হিসেবে বর্ণনা করে শ্রী মোদী বলেন, সারা বিশ্ব ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি ও সক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছে। "অপারেশন সিন্দুর"-এর কথা

এক জনসভায় এই অভিযানের কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং সশস্ত্র বাহিনী দ্রুত তাদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। শ্রী মোদী ভারতের উদীয়মান "মেড ইন ইন্ডিয়া" প্রতিরক্ষা সক্ষমতার প্রতি বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তার সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক স্তরে আলাপচারিতার সময় বিশ্ব নেতারা ভারতে উৎপাদিত উন্নত সামরিক সরঞ্জামের প্রশংসা করেছেন। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে, সংসদ যখন এক কণ্ঠে এই বিজয় উদযাপন করবে, তখন তা ভারতের সামরিক শক্তিকে আরও শক্তিশালী ও উৎসাহিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সম্মিলিত মানোভাব নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করবে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের গবেষণা, উদ্ভাবন ও উৎপাদনকে গতি দেবে, যা ভারতের যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দশক শান্তি ও

৫ এর পাঠ্য দেখুন

স্বামীর প্রোফাইল থেকে স্ত্রীর নগ্ন ছবি পোস্ট, অভিযোগ স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২১ জুলাই। সামাজিক মাধ্যমে সনাতন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য ও স্ত্রীর নগ্ন ছবি পোস্ট করে বিতর্কিত জড়ালো এক যুবক। উক্ত যুবকের নাম সাবুল মিয়া, বাড়ি চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রামের খামিদপাড়া এলাকায়।

সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে সাবুল জানায়, বিগত ২১ জুন তার দোকান থেকে তার স্ত্রী হাজিরা বেগম নগদ কুড়ি হাজার টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন নিয়ে শিলচরে পালিয়ে যায়। এরপর

৫ এর পাঠ্য দেখুন

জলে ডুবে মৃত্যু ৫ বছরের শিশুকন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীকান্তবাড়ী এডিসি ভিলেজের বসবাসকারী পূর্নমানিক ত্রিপুরার ৫ বছরের কন্যাসন্তান এলিনা ত্রিপুরা সোমবার সকালবেলায় জলে পরে গিয়ে মৃত্যু হন। এলিনা ত্রিপুরার মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী ওক্টারন

৫ এর পাঠ্য দেখুন

বাঙালীরা হয়রানির শিকার শহীদ দিবসের মঞ্চ থেকে বিজেপিকে হটানোর ডাক মমতার



কলকাতা, ২১ জুলাই। তৃণমূল কংগ্রেসের বার্ষিক শহীদ দিবসের জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা কলকাতায় সোমবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। এসপ্লানেডে বিপুল সংখ্যক সমর্থকের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে হটানো না পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে। এই বার্ষিক 'শহীদ দিবস' ১৯৯৩ সালে কলকাতায় একটি প্রতিবাদ চলাকালীন ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী হাজার হাজারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অপরাধের জন্য

জবাবদিহি এবং দায়বদ্ধতা দাবি করেন। তিনি বলেন, 'বিজেপিকে জবাব দিতে হবে কেন তাদের শাসিত রাজ্যগুলিতে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন', তিনি যোগ করেন, 'আমরা নারীদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের নির্যাতনের বিরোধী, এমন ঘটনার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন।' তিনি বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের প্রতি আচরণের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, দাবি করেছেন যে তাদের টার্গেট করা হচ্ছে এবং নির্যাতন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, 'বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন, তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে।'

হিম্মত বিশ্বাস শর্মার উপর আক্রমণ শানিয়ে

বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবাবদিহি এবং দায়বদ্ধতা দাবি করেন। তিনি বলেন, 'বিজেপিকে জবাব দিতে হবে কেন তাদের শাসিত রাজ্যগুলিতে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন', তিনি যোগ করেন, 'আমরা নারীদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের নির্যাতনের বিরোধী, এমন ঘটনার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন।' তিনি বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের প্রতি আচরণের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, দাবি করেছেন যে তাদের টার্গেট করা হচ্ছে এবং নির্যাতন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, 'বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন, তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে।'

৫ এর পাঠ্য দেখুন

ঢাকায় স্কুল ভবনে ভেঙ্গে পড়ল জেট বিমান, নিহত বেড়ে ২০, আহত ১৭১



ঢাকা, ২১ জুলাই। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আজ সোমবার একটি স্কুল ভবনের ওপর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ জেট বিমান বিধ্বস্ত হয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই ঘটনায় একজন ছাত্রসহ কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়েছেন এবং ১৭১ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে অনেক শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক রয়েছেন, যাদের অনেকেরই গুরুতর দক্ষ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

দুপুর আনুমানিক ১:০৬ মিনিটে উত্তরা এলাকার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্যাম্পাসে চাঁনের তৈরি এফ-৭ বিজিআই মডেলের এই প্রশিক্ষণ বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। বিমানটি একটি রুটিন প্রশিক্ষণ মিশনে উড্ডয়ন করেছিল। বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানটিতে আগুন ধরে যায় এবং ঘটনাস্থল থেকে কালো ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী দেখা যায়, যা অনেক দূর থেকেও চোখে পড়ছিল। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের অস্ত্র আটটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দুর্ঘটনার সময় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিল বলে জানা গেছে। ঘটনার ভয়াবহতা

পহেলগাম হামলা ও ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতা নিয়ে উত্তপ্ত সংসদের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই। সংসদের বর্ষকালীন অধিবেশন শুরুতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলা এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করার বারবার দাবির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে শিখরীয়া, বিশেষ করে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়াগে, কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। খাড়াগে সরকারের কাছে পহেলগাম হামলার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এবং ট্রাম্পের দাবির বিষয়ে তাদের স্পষ্ট অবস্থান জানতে চেয়েছেন।

মল্লিকার্জুন খাড়াগে সোমবার রাজ্যসভায় রুল ২৬৭ এর অধীনে পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা এবং "অপারেশন সিন্দুর" নিয়ে নোটিশ দেন। তিনি বলেন, 'আজ পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের ধরা বা নির্মূল করা যায়নি। আমরা (বিরোধীরা) সরকারকে নিশ্চয়তামূলক দিলে। সরকারের উচিত আমাদের জানানো যে কী ঘটেছে।' উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামের বৈসানার উপত্যকায় একটি সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিরপরাধ মানুষ নিহত হন, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন পরটক। এই হামলার পর ভারত সরকার "অপারেশন সিন্দুর" নামে পাকিস্তানে একটি সামরিক অভিযান চালায়, যেখানে একাধিক জঙ্গি ধরা পড়ে দেওয়া হয়। এই অভিযানের নামকরণের তাৎপর্য নিয়েও বিতর্ক রয়েছে, কারণ এটি হিন্দু বিবাহিত নারীদের সিঁদুর থেকে অনুপ্রাণিত, যা সন্ত্রাসীদের দ্বারা বিবাহ হওয়া নারীদের দুর্দশার প্রতীক।

৫ এর পাঠ্য দেখুন

শিক্ষায় রাজ্য এখন এগিয়ে : মুখ্যমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই। একটি বিদ্যালয়ের সাফল্য নিউর করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা গুণগত

শিক্ষালাভ করে এবং তাদের প্রতিভা বিকাশে উৎসাহ পায় তাকেই সফল বিদ্যালয় বলা যায়।

৫ এর পাঠ্য দেখুন

ভোলে বাবা পার লাগাও...

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই। শ্রাবণ মাস মানেই শিবের জন্ম মাস। আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার আর এই দিনে বাবাকে সন্তুষ্ট করতে ভক্তরা বাবার মাথায় দুধ ও জল প্রদান করছেন। এদিন বিভিন্ন মন্দিরে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। পরিবারের সুখ শান্তি বজায় রাখার জন্যই বাবার মাথায় জল ও দুধ প্রদান করছেন ভক্তরা। প্রসঙ্গত, শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রাবণ মাস খুবই শুভ। এই মাসে শিবের আরাধনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।



৫ এর পাঠ্য দেখুন

ডাল বাঁকালেই বাড়তি পেয়ারা বিপুল লক্ষ্মীলাভের সম্ভাবনা

বর্ষাকালের পেয়ারার মান তুলনামূলক খারাপ হয়। নানারকম রোগপোকার আক্রমণের কারণে এবং খেতেও লাগে বিশ্বাদ। এই সমস্যার সহজ সমাধান হিসাবে বর্তমানে পেয়ারা গাছের ডাল বাঁকানো পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নানা জায়গায়। এই পদ্ধতি সাফল্য লাভ করে প্রশংসা অর্জন করেছে যথাযথভাবে। লিখেছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক সুস্মিতা দে এবং সৌষ্ঠভ দত্ত।

সবুজ রঙের গোলাকৃতি দুধিবিলাসী একটি জনপ্রিয় ফল হল পেয়ারা। পশ্চিমব্দের বিভিন্ন জেলায় বর্তমানে সারা বছরই এই ফলের চাষ হয়ে থাকে। নানারকম স্বাস্থ্যকর গুণাবলীর উপস্থিতির কারণে এবং তুলনামূলক সহজসাধ্য হওয়ায় এই ফল হয়ে উঠেছে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সহজলভ্য। তাই ফলটি ‘গরিবের আপেল’ নামেও সুপরিচিত। পেয়ারা একটি দ্রুত বর্ধনশীল গ্রীষ্মকালীন ফল। দেশের সর্বত্রই কম বেশি এই ফলের চাষ হয়ে থাকে। দক্ষিণব্দের বিভিন্ন জেলা যেমন মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়াতে বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ হয়ে থাকে। পশ্চিমব্দের জলবায়ু পরিস্থিতিতে সারা বছরেই এই ফলের চাষ হলেও, পমস্ত ফলের গুণগত মান সমান হয় না বিভিন্ন কারণে।

পুষ্টি ও গুণাগুণ
পেয়ারা ডিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ একটি ফল। কবোঁনাকালে মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রায়শই চিকিৎসকরা ডিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ডিটামিন সি এবং উৎস হিসেবে যে সমস্ত ফল বাজারে সহজলভ্য, তাদের মধ্যে পেয়ারা হল অন্যতম। পেয়ারা একদিকে যেমন দেহের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে দাঁত

নিয়ে মেতে হবে।

নতুন প্রশাখা আসা ফুল থেকে মার্বেল আকৃতির ফল ধরলে বাকি পরিমাণ সার গাছে প্রয়োগ করতে হবে।

ডাল বাঁকানো পদ্ধতির সুবিধা
নির্দিষ্ট সময়ে গুণগত মানসম্মত ফল পাওয়া যায়। অধিক প্রশাখা পাওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতি তুলনামূলক সহজ এবং কম খরচে হয়। একই মাপের ফল পাওয়া সম্ভব।

রোগ পোকার আক্রমণ কম হয়।

ডাল বাঁকানোর সময়

বছরের যেকোনও সময়ে ডাল বাঁকানো গেলেও পেয়ারা গাছের ফুল ফল ধরার নিরিখে সাধারণত দুটি সময়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।গ্রীষ্মকালে চৈত্র-বৈশাখ মাসে ডাল বাঁকালে ৮-১০ দিন পর নতুন প্রশাখা দেখা দেয় এবং ৪৫ দিন পর ফুল আসে। এছাড়া হেমন্তকালে ডাল বাঁকালে ১৫-২০ দিন পর নতুন প্রশাখা আসে এবং ৪৫-৬০ দিন পর ফুল আসে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার দিশা

যেহেতু মূল ফসলটি ৫x৫ মিটার দূরত্বে লাগানো, তাই মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা অগচয় না করে সেখানে সাধী ফসল হিসাবে আদা, হুন্দু কিংবা যেকোনও

নেদারল্যান্ডে গবেষণা থেকে সূর্যের করোনার ছবি

নেদারল্যান্ডসের পথে যাত্রা শুরু করি ১৯৮৪ সালের আগস্টে। উদ্দেশ্য ছিল আমস্টারডামের বিখ্যাত ফোম ইনস্টিটিউটে কাজ শুরু করা। সেটাই ছিল ইন্ডিয়া প্রথম বিদেশ যাত্রা। কলকাতা থেকে বাংলাদেশ বিমানের প্লেনে প্রথম ঢাকায় এসে নামি। তখন বেলা একটা। পরবর্তী ফ্লাইট (অর্থাৎ ঢাকা থেকে আমস্টার্ডাম) পরদিন ভোরে। মাঝে অনেকটা সময় অপেক্ষা। তাই বাংলাদেশি বিমান আমাদের (আমি ও আমার স্ত্রী) একটি চমৎকার হোটেলে থাকার বদোবস্ত করে দেয় সেই রাতের জন্য। যতদূর মনে পড়ে, হোটেলটির নাম ‘পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনাল’। পরদিন খুব সকালে বাংলাদেশি বিমানের একটি গাড়ি আমাদের আবার ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে আসে। আমি পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা করছিলাম আমস্টার্ডামে। ফ্রাইডেন্সন অনাম্যটার বা ফোম: ইনস্টিটিউট ফর অ্যাটমিক অ্যান্ড মলিকিউলার ফিজিকসে। পৃথিবীখ্যাত এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মলিকিউলার ফিজিকস (আণবিক পদার্থবিজ্ঞান) ও কনডেসড ম্যাটার ফিজিকস গবেষণায় পৃথিবীর সেরা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। তা ছাড়া লেজার স্পেকট্রোস্কপির গবেষণাগার ছিল অত্যাধুনিক, একেবারে যাকে বলে, সেট অব দ্য আর্ট! আমি গবেষণা করতাম ‘অপটিকস ফর সফট এক্স-রেস টু এক্সট্রিম আল্ট্রাবায়োলেট’-এর ওপর। তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের বর্ণালির এই বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য-এক্স-ইউভি অস্ট্রোকুর (৪.৫ ন্যানোমিটার থেকে ২০ ন্যানোমিটার) ক্ষেত্রে প্রতিফলন ঘটানোই ছিল তখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সীমায় শোষণক্ষমতা এত বেশি যে

আমন্ত্রিত হই আমি। এক্স-রে অপটিকস গবেষণায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইকারহাট ফরস্টার একেবারে প্রথম সারির বিজ্ঞানী ছিলেন। ওখানে সফট এক্স-রে অপটিকসের ওপর আমি বেশ কয়েকটি লেকচার দিই। কথায় কথায় ওঁর কাছ থেকে জানতে পারি, আমাদের সফট এক্স-রে সম্পর্কিত নেদারল্যান্ডসের গবেষণা জার্মানির প্রায় সব কটি অপটিকস গবেষণাগারে উচ্চ প্রসংশিত। অধ্যাপক ফরস্টার আরেকটি কথা বলেন। এই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত আমার একটি বিশদ গবেষণা-প্রবন্ধ ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একরকম পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। এ কথা শুনে আমি তো দারুণ খুশি। ইয়েনা জার্মানির গর্ব। মিউনিখ থেকে বার্লিনগামী রেলপথের মোটামুটি

অধ্যাপক জ্যাকব কিস্তেমাকার ছিলেন ফোম ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বপ্রথম অধিকর্তা। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল আকাশছোঁয়া। কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকসে পিএইচডি করার সময় তাঁর যুগান্তকারী গবেষণাপত্র আমাকে সমৃদ্ধ করেছে নানা দিক দিয়ে। ‘অ্যাটমিক কলিশনস ইন সলিডস’ বা কঠিন পদার্থের ভেতরে পরমাণুদের সংঘর্ষ নিয়ে আমার একটানা বহুদিন তবলা শিখেছি

লক্ষ্যে ঘরানার বিখ্যাত শিল্পী পন্ডিত সামতা প্রসাদের কাছে। সৌভাগ্যক্রমে অতীতে বেশ কিছু বড় বড় শিল্পীর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করার সুযোগও হয়েছিল আমার। অনুষ্ঠানে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খেয়াল-গায়ক শ্রী উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী স্বপন গুপ্ত, বাণী ঠাকুর প্রমুখ। চাইলে গবেষণা বা পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তবলার চর্চাটুকু হয়তো রাখতে পারতাম, কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক হয়ে ওঠেনি।

জামির আহমেদ খান প্রত্যেক বছর আমস্টার্ডামের বিখ্যাত কনসার্ট হল কনসার্টওহলুডয়ে ভারতীয় চিত্রায়ত সঙ্গীত বা ক্লাসিক্যাল মিউজিকের প্রোগ্রাম আয়োজন করতেন। আমরা হল্যান্ডে তিন বছর থাকায় এ ধরনের প্রোগ্রামের সঙ্গে একরকম একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। আমি স্ত্রী প্রোথামওলোয় আমার ছদ্ম অনিবার্যভাবে প্রত্যেক বড় বড় উচ্চদপসীতে বেনারস ঘরানার প্রখ্যাত শিল্পী পন্ডিত দামোদর মিশ্র ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত মোহনলাল মিশ্রের কাছে দীর্ঘদিন তালিম নিয়েছিল। এ ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের কাছে।

আমস্টার্ডামের ফোম ইনস্টিটিউট একবার ওঁদের বার্ষিক ক্রিসমাস অনুষ্ঠানে আমার জ্ঞীকে গাইতে অনুরোধ করে। আমার স্ত্রীর সম্মতি ছিল। নিজেকে অপ্রত্যাশিত করে তখনও গোটা বিশ্বে সেরা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম, যেখানে ফোটনিকসে যুগান্তকারী গবেষণা ছাড়াও চলমান। আমরা যখন আমস্টার্ডামে থাকতাম (১৯৮৪-৮৬), সেই সময় ওখানে আমাদের সঙ্গে একজন শিল্পীর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর নাম উস্তাদ জামির আহমেদ খান। উনি খুব ভালো স্বেতার বাজাতেন।

উস্তাদ জামির আহমেদ খানের বাড়িতে গানবাজনার আসর বসত। জামির সেতার বাজাতেন, আর আমি তবলায় সঙ্গত করতাম। একটানা বহুদিন তবলা শিখেছি

শ্রোতাদেরকে। গানের কথা যে এত উঁচু ভাবনার হতে পারে, তা বোধ হয় ওঁরা সেদিন হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। স্ত্রীর গানের সঙ্গে সুযোগও হয়েছিল আমাদের। আমাদের অবাক করে দিয়ে একটি হারমোনিয়াম ও একজোড়া বায়া-তবলা আমস্টার্ডামের ‘ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম’ থেকে কেউ একজন জোগাড় করে রেখে দিয়েছিল আগে থেকেই। আমার স্ত্রীর দ্টে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের যেন মুগ্ধতার শেষ ছিল না!

সেই অনুষ্ঠানে ‘আমস্টার্ডাম রেডিও’ স্টেশনের এক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ওঁর নাম ছিল ফ্রান্স মিলার। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি আমাদের কাছে এক অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব পেশ করেন। বললেন, ‘আমাদের জ্ঞীকে আমস্টার্ডাম রেডিওতে গাইতে হবে। আমি হতকিত হয়ে বললাম, ‘ও তো শুধু বাংলা গান গায় এবং সেটা একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত। ওর গুঞ্জন নাম সুচিত্রা মিত্র।’ ফ্রান্স বলল, ‘অসুবিধে নেই। নেদারল্যান্ডসে প্রচুর বাঙালি বাস করে, তাঁরা শুনবেন। আপনার জ্ঞী খুব ভালো গান করেন, তাই ওঁকে নিয়ে রেডিওতে একটা অনুষ্ঠান করতে চাই। তা ছাড়া, আমরা এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে নিয়ে থেকেই বারবার রেডিওতে প্রচার করব।’ এর মাসখানেকের মধ্যেই আমাদের সেই লাইভ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানটি নেদারল্যান্ডসের বাঙালি-মহলে স্পষ্টাচারিত হয়। আমার স্ত্রীর স্টের রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আমার তবলা সঙ্গত আমাদের এই দ্বৈত রেডিও প্রোগ্রাম গোটা নেদারল্যান্ডসের বাঙালি-মহলে আমাদেরকে সুপরিচিত করে দিয়েছিল অল্প কয়দিনের মধ্যেই। ফলে মাঝে মধ্যেই আমাদের ডাক পড়ত রটার্ডাম, ইন্ডোভেন, ডেলফ, ব্রেনিঙ্গেন ইত্যাদি শহরের বাঙালিদের কাছ থেকে। সেই স্মৃতি আমার এখনও মনে পড়ে।

আগরণ আগরতলা,২২ জুলাই, ২০২৫ ইং ৫ শ্রাবণ,মঙ্গলবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জল্পনা ঠেকাইতে মরিয়া সঙ্ঘ

সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ৭৫ বছর বয়সে পা দিবেন। তার প্রাক্কালে ভাগবত সম্প্রতি বলিয়াছেন, ৭৫ বছর বয়স হইলে নেতৃত্ব থেকে সরিয়া দাঁড়ানো উচিত। এমতাবস্থায় দেশের রাজনৈতিক মহলে প্রবল ঝড় উঠিয়াছে যে মোহন ভাগবত কি মোদিকে লক্ষ্য করিয়া ওই বার্তা দিলেন? আবার একইসঙ্গে সঙ্ঘ পরিবারের অন্দরেও জোরালো জল্পনা যে, তাহলে কি মোদিকে চাপে রাখিতে ভাগবত নিজেই পদ থেকে সরিয়া যাইবেন ৭৫ বছর বয়সে? এই জল্পনা সঙ্ঘ পরিবারের মধ্য ক্রমাগত বাড়িতে থাকায় প্রচারকে স্তিমিত করিতে শেষ পর্যন্ত সংগঠনই হস্তক্ষেপ করিল। আরএসএসের দীর্ঘদিনের থিঙ্কট্যাঙ্ক, বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের সভাপতি রাম মাধব লিখিয়াছেন, মোহন ভাগবত এবং নরেন্দ্র মোদি, উভয়েই এখনও পরাস্ত সক্রিয়। তাই তাঁহাদের বয়স যতই ৭৫ হোক, অবসর নেওয়ার সময় হয়নি। আমাদের প্রত্যাশা তাঁহারা দুজনে আগামী দিনে আরও বহু বছর স্বপদে থাকিয়াই দায়িত্ব পালন তথা নেতৃত্ব প্রদান করিয়া যাইবেন। রাম মাধব অবসরের এই প্রচারকে অপপ্রচারও আখ্যা দিয়াছেন। তিনি যুক্তি দিয়া বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী, উইনস্টন চার্চিল, দেং জিয়াং পিং, নেলসন ম্যান্ডেলার মতো প্রবাদপ্রতীম নেতারা আজীবন নেতৃত্ব প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন সফলভাবে কাটাইতে তাঁহাদের কোনও সমস্যা হয়নি। আবার জন এফ কেনেডি, অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, বারাক ওবামা, জি জিনপিং, ড্রা়দিমির পুতিন, নরেন্দ্র মোদিরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে কয়েকদশক ধরিয়া নিজেদের সাফল্য প্রমাণ করিয়া আসিতেছেন। সুভরাং ওয়াল্ট ডিজনি যেরকম বলিয়াছিলেন, যে, কল্পনার কোনও বয়স হয় না, সেটাই সত্য। রাম মাধব স্পষ্ট ভাবে মোদি এবং ভাগবতের অবসরগ্রহণের সম্ভাবনা নিয়া চলা জল্পনায় জল ঢালিয়াছেন। এই জল্পনার মধ্যেই বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজেপিকে প্রয়োজন নাও হইতে পারে। কিন্তু বিজেপির মোদিজিকে প্রয়োজন। মোদিজি প্রধানমন্ত্রী পদে না থাকিলে ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি ১৫০ আসনে আটকিয়া যাইবে। গোড্ডার সাংসদ বলেন, মোদিকে ছাড়া বিজেপি চলিবে এমন অবস্থা আগামী ১৫-২০ বছরেও তিনি দেখিতে পারিতেছেন না। সোজা কথায় নিশিকান্ত বুঝাইয়া দিয়াছেন, ৭৫ তো দূর অস্ত, যতদিন মোদি চাইবেন, ততদিনই তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে থাকিবেন। অন্তত বিজেপির অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিতে সেই পথেই দলকে হাঁটিতে হইবে।

পুনিত কুমার গোয়েল মণিপুরের নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন

ইম্ফল, ২১ জুলাি : মণিপুরে সোমবার একটি উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটেছে, কারণ পুনিত কুমার গোয়েল আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রশান্ত কুমার সিংয়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন। ইম্ফলের পুরাতন সচিবালয় ভবনে দায়িত্ব হস্তান্তরের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়, যা রাজ্যের আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

গোয়েল, ১৯৯১ ব্যাচের এজিএমইউটি ক্যাডারের একজন আইএএস অফিসার, মন্ত্রিপরিষদের নিয়োগ কর্মটি দ্বারা গত ১৬ জুলাই এই পদে নিযুক্ত হন। তিনি রবিবার ইম্ফলে পৌঁছান এবং কর্মশালার (হোম) অশোক কুমার সহ সিনিয়র কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধি দল তাকে অভ্যর্থনা জানান।

একটি সরকারী বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘মণিপুর সরকার প্রশাসনিক নেতৃত্বে একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করেছে বিদ্যায়ী মুখ্যসচিব প্রশান্ত কুমার সিং থেকে নবনিযুক্ত মুখ্যসচিব পুনিত কুমার গোয়েলের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তরের মাধ্যমে।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সিনিয়র বিভাগীয় প্রধান এবং কর্মকর্তারা সিং-এর নিবেদিত সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং গোয়েলকে তাদের শুভকামনা জানান। গোয়েলের নিয়োগ মণিপুরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসেছে, কারণ রাজ্যটি মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী জাতিগত সহিংসতার প্রভাব থেকে এখনও ভুগছে। ২০২৩ সালের মে মাসে অস্থিরতা শুরু হওয়ার পর থেকে ২৬০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষ বাল্ফাড হয়েছেন। পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে, মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পদত্যাগের পর কেন্দ্রীয় সরকার গত ১৩ ফেব্রুয়ারি মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন গ্রহণ করে। যদিও রাজ্য বিধানসভা স্থগিত অবস্থায় রয়েছে, নতুন মুখ্যসচিব এই অস্থির সময়ে প্রশাসনিক যন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পরাবেক্ষণকা মনে করেন যে গোয়েলের নেতৃত্ব এই সংঘাত-বিধ্বস্ত রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং পুর্মিলন প্রচেষ্টায় সহায়ক হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিসন্দ। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।



সোমবার আগরতলা পূর্ব থানায় এআইডিভিউর পক্ষ থেকে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

২০০৬ মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণ মামলা: বোম্বে হাইকোর্টের রায়ে ১২ জন খালাস, তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ওয়াইসি

মুম্বাই, ২১ জুলাই : ২০০৬ সালের মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত ১২ জনকেই বোম্বে হাইকোর্ট বেকসুর খালাস করার পর তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। সোমবার এই রায়কে পুলিশের 'সম্পূর্ণ ব্যর্থতা' আখ্যা দিয়ে ওয়াইসি বলেন, অভিযুক্তরা যে অপরাধ করেননি, তার জন্য তাদের জীবনের ১৮ বছর নষ্ট হয়ে গেছে। বিচারপতি অনিল কিলোর এবং শ্যাম চান্দাকের সম্মুখে গঠিত বোম্বে হাইকোর্টের বেঞ্চ বলেছে যে, বিচারক হিসাবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। বেঞ্চ ২০১৫ সালে একটি বিশেষ আদালতের দেওয়া ১২ জনের সাজা বাতিল করে মতব্য করেছিল যে, প্রসিকিউশন মামলা প্রমাণ করতে 'সম্পূর্ণ ব্যর্থ' হয়েছিল এবং অভিযুক্তরা এই অপরাধ করেছেন তা বিশ্বাস করা কঠিন। হাইকোর্ট তার রায়ে বলেছে, প্রসিকিউশন অপরাধে ব্যবহৃত বোমার ধরণও রেকর্ড করতে পারেনি এবং তারা যে প্রমাণের ওপর নির্ভর করেছিল তা অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য চূড়ান্ত ছিল না।

এফিডেবিট

আমি লিপিকা চৌধুরী, স্বামী জীবন কৃষ্ণ নাগ, কল্যাণী এ.এ. রোড আগরতলা, পি.এস. পূর্ব আগরতলা পোস্ট অফিস আগরতলা কলেজ, জেলা পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন ৭৯৯০০৪, বয়স প্রায় ৬৬ বছর (জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৯) ধর্ম অনুসারে পেশায় হিন্দু অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, ভারতের একজন নাগরিক, এতদ্বারা গভীরভাবে ঘোষণা করছি এবং নিশ্চিত করছি যে আমি লিপিকা চৌধুরী নাগ (পুরাতন নাম) স্বামী জীবন কৃষ্ণ নাগ, কল্যাণী এ.এ. রোড আগরতলা, পি.এস. আগরতলা কলেজ, জেলা পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন ৭৯৯০০৪ ১৬.০৭.২০২৫ তারিখে আগরতলায় নোটিরি পাবলিক হলফনামা নং ১৭৮০/জুলাই/২৫ অনুসারে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি আমার নাম লিপিকা চৌধুরী নাগ (পুরাতন নাম) পরিবর্তন করে লিপিকা চৌধুরী (নতুন/সঠিক নাম) করেছি এবং এখন থেকে আমি লিপিকা চৌধুরী (নতুন/সঠিক নাম) নামে পরিচিত থাকব। লিপিকা চৌধুরী (নতুন/সঠিক নাম) এবং লিপিকা চৌধুরী নাগ (পুরাতন নাম) উভয়ই একই এবং একই ব্যক্তি। আমার জ্ঞানমতে, উপরে প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সত্য এবং আমি ১৬ জুলাই ২০২৫ তারিখে নোটিরি পাবলিক, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরার সামনে এই হলফনামাটিতে স্বাক্ষর করেছি।

সাক্ষীদের জবানবন্দি এবং অভিযুক্তদের কাছ থেকে কথিত উদ্ধারকৃত জিনিসপত্রের কোনো প্রমাণিক মূল্য নেই। এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায়, অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইন্ডেহাদুল মুসলিমীন প্রধান ড-এ লিখেছেন, '১২ জন মুসলিম পুরুষ ১৮ বছর ধরে এমন একটি অপরাধের জন্য জেলে ছিল যা তারা করেনি। তাদের জীবনের সেবা সময় চলে গেছে। ১৮০টি পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে, অনেকে আহত হয়েছে --- তাদের জন্য কোনো সমাধান নেই।' ওয়াইসি পুলিশকে এমন উচ্চ-প্রোফাইল মামলাগুলিতে অপরাধ অনুমান করার জন্য সমালোচনা করেছেন এবং মিডিয়ার বিরুদ্ধে সমান্তরাল বিচার চালানোর অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেন, 'এমন মামলাগুলিতে যেখানে

জনগণের ব্যাপক ক্ষোভ থাকে, সেখানে পুলিশের পদ্ধতি সর্বদা প্রথমে দোষ অনুমান করা... মিডিয়া যেভাবে মামলাটি কভার করে, তা একরকম ব্যক্তির দোষ নির্ধারণ করে।' ওয়াইসি এই মামলার তদন্তকারী মহারাষ্ট্র এটিএস কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এবং ২০০৬ সালে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ওয়াইসি বলেন, 'দয়া করে মনে রাখবেন ২০০৬ সালে কোন দলগুলি মহারাষ্ট্রে শাসন করছিল। নির্যাতনের অভিযোগ উপেক্ষা করার জন্যও তারা দায়ী।' তিনি এই মামলার কারণে অভিযুক্তদের ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে মোহাম্মদ মাজিদের স্ত্রীর কাবাগারে থাকা কালীন মৃত্যু হয়েছিল। ২০০৬ সালে মুম্বাইয়ের সসদ সদস্য শিবসেনা সাংসদ মিলিঙ্গ দেওরা বলেছেন, 'একজন

মুম্বাইকার হিসাবে, আমি এই রায় মেনে নিতে পারি না... আমি মহারাষ্ট্র সরকারকে সেরা আইনজীবী নিয়োগ করতে এবং অবিলম্বে বোম্বে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য আবেদন করছি।' বিজেপি নেতা কিরিত সোমাইয়া এই রায়কে 'গভীরভাবে হতাশাজনক' বলে অভিহিত করেছেন এবং 'তদন্ত এবং আইনি উপস্থাপনা উভয় ক্ষেত্রেই ত্রুটি' নির্দেশ করেছেন। প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ প্রাথমিক দোষী সাব্যস্ততার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন: 'তাদের কে বল পুলিশের দোষী করা হবে? পুলিশ জবানবন্দির ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল... তারা ১৯ বছর ধরে নির্যাতন, জেল এবং কষ্ট ভোগ করেছেন। এর কি ক্ষতিপূরণ?'

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/EE/SNM/PWD/2025-26, Dt: 17/07/2025				
The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 25/07/2025 for the following work: .				
Sl. No	Name of work (DNIEt No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	70/EE/SNM/PWD (R&B) /2025-26	Rs. 21,96,255.00	Rs. 43,925.00	150 days

For more tender details please visit the websites: <https://tripuratenders.gov.in> ICA/C/ 1531/25

(Er. Dhananjay Debbarm)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B) Sonamura, Sepahijala, Tripura

PNIEt No. 75.76. 77 and 78/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26 On 17/07/2025									
The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 30/07/2025.									
S. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST AND SUB TIME FOR BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BIDS	HOW AND WHERE TO GET THE BIDDING FORMS	APPLICABLE	CLASS OF BIDDERS
1	Call for e-tendering of 07'x07' unit Additional Classroom at Indira High School in Baidhata Block, Sepahijala Thana for the year 2025-26. (PNIEt No. 18/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26)	Rs. 12,92,000.00	Rs. 2,58,400.00	4Months	2025/07/25 Up to 3.00 P.M.	2025/07/25 10:00 AM	Electronically	Indigenous	Aggregate Class
2	Call for Construction of Approach Road towards Bhutanpur's into Bhutan from the Entrance Gate of Bhutanpur High School, with other allied work during the year 2025-26. (PNIEt No. 18/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26)	Rs. 1,14,10,000.00	Rs. 2,28,200.00	03Months	2025/07/25 Up to 3.00 P.M.	2025/07/25 10:00 AM	Electronically	Indigenous	Aggregate Class
3	Construction of 400'x400' Feet Quarter of Bhutanpur HS School under Rajapur Block of South Tripura for the year 2025-26. (PNIEt No. 18/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26)	Rs. 1,14,10,000.00	Rs. 2,28,200.00	03Months	2025/07/25 Up to 3.00 P.M.	2025/07/25 10:00 AM	Electronically	Indigenous	Aggregate Class
4	Call for Repairing/Renovation at Solid Schoolroom at Indira High School under Baidhata Block of West Tripura for post Flood Aid and Restoration work for the year 2025-26. (PNIEt No. 18/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26)	Rs. 1,14,10,000.00	Rs. 2,28,200.00	03Months	2025/07/25 Up to 3.00 P.M.	2025/07/25 10:00 AM	Electronically	Indigenous	Aggregate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website <https://tripuratenders.gov.in>. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above. No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2025-26/ ICA/C/1519/25

Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 16/EE(PWD)/BLN/2025-26 DATED, 14-07-2025				
The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central upto 3.00 P.M. on 04-08-2025 for the following work:				
Sl No	DNIEt No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIEt No. 29/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹2,25,065.19	₹4,501.00	60 (Sixty) days
2.	DNIEt No. 30/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹24,00,996.46	₹48,020.00	180 (One hundred eighty) days

- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on 04-08-2025
- Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on 04-08-2025
- Cost of Tender document: *.1,000/-
- Document downloading and bidding at application: <https://tripuratenders.gov.in>

For any enquiry, please contact by e-mail to: eePWDbln2006@gmail.com. ICA/C/ 1525/25

(Er. Litan Debnath)
Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B)
Belonia, South Tripura

গোলাবারুদ চক্রের পর্দাফাঁস, মনিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর জোরালো অভিযান

ইম্ফল, ২১ জুলাই : জাতিগত সহিংসতায় উত্তপ্ত মনিপুর রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য নিরাপত্তা বাহিনী জোরালো অভিযান চালাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে সম্প্রতি দুটি বড় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ইম্ফল পশ্চিম জেলায় বেআইনি গোলাবারুদ বিক্রি চক্রের সঙ্গে জড়িত তিনজনকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রস্বত্বসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এবং ইম্ফল পূর্ব জেলা থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন পিআরইপিকে -এর একজন মায়ানমার-প্রশিক্ষিত ক্যাডারকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলি রাজ্যে অবৈধ অস্ত্রের প্রসার রোধ এবং বিদ্রোহ দমনে নিরাপত্তা বাহিনীর দৃঢ় সংকল্পের ইঙ্গিত দেয়।

গত ২০ জুলাই ২০২৫ তারিখে মণিপুরের ইম্ফল পশ্চিম জেলার থাংমেইব্যান্ড খুয়াইখং পোলেম লেইকাই এলাকায় একটি বিশেষ অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী অবৈধ গোলাবারুদ বিক্রির সাথে জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চালালো এই অভিযানে থাংমেইব্যান্ড লৌরং পুরেল লেইকাইয়ের কনসাম উত্তম সিং ওরফে আবুদো (১৮), থাংমেইব্যান্ড পোলেম লেইকাইয়ের নগম্ম রোহিত সিং ওরফে থোই (২৩), এবং থাংমেইব্যান্ড লৌরং পুরেল লেইকাইয়ের থিংওজম ডেভিড সিং ওরফে টনি (২৮)-কে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ৭০ রাউন্ড আইএনএসএএস গোলাবারুদ, ২৬ রাউন্ড একে গোলাবারুদসহ একটি একে ম্যাগাজিন, দুটি খালি আইএনএসএএস এলএমজি ম্যাগাজিন, একটি খালি আইএনএসএএস রাইফেল ম্যাগাজিন, একটি খালি ৭.৬২ মিমি এসএলআর ম্যাগাজিন, ৬৭ রাউন্ড .৩০০ গোলাবারুদ, ১০০ রাউন্ড .৩৮ মিমি গোলাবারুদ, এবং ৩ রাউন্ড ৭.৬২ মিমি এসএলআর গোলাবারুদ। বর্তমানে, গ্রেপ্তারকৃতরা পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই অবৈধ

গোলাবারুদ চক্রের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ও উৎস খুঁজে বের করতে আরও তদন্ত চলছে। কর্তৃপক্ষ ধারণা করেছে, এই অঞ্চলে একটি বড় মাপের অবৈধ অস্ত্র সিক্তিকে সক্রিয় রয়েছে। এদিকে, গত ১৯ জুলাই শনিবার ইম্ফল পূর্ব জেলা থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন পিপলস রেলন্যাশনালি পার্টি অফ কাংলেইপাক -এর একজন স্বঘোষিত সার্জেন্ট মেজরকে আটক করেছে মনিপুর পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির নাম কনজংবাম তোম্বা সিং ওরফে

লাইদ্রাম (৩৮), তিনি কছা আহাছুপ মাথা লেইকাইয়ের বাসিন্দা। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, সিং একজন মায়ানমার-প্রশিক্ষিত ক্যাডার। তিনি মায়ানমারের তানাল ক্যাম্প থেকে মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে মনিপুরে ফিরে এসেছিলেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সিং গোপন কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন এবং পিআরইপিকে-এর জন্য নতুন সদস্য নিয়োগের সাথে জড়িত ছিলেন। গত অক্টোবর ২০২৪ সালে, তিনি সফলভাবে একটি নতুন ক্যাডারকে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত

করেছিলেন, যা নিষিদ্ধ গোষ্ঠীটির নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণে তার ধারাবাহিক জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয়। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সিংয়ের বাসভবনে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে বর্তমানে হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং তার সহযোগীদের চিহ্নিত করতে এবং কোনো বৃহত্তর বিদ্রোহের পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে আরও তদন্ত চলছে। এই গ্রেপ্তারগুলি ইঙ্গিত দেয় যে নিরাপত্তা বাহিনী মনিপুরে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।

ভারী বৃষ্টিতে মুম্বাই বিমানবন্দরে রানওয়ে থেকে ছিটকে গেল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান, যাত্রীরা অক্ষত

মুম্বাই, ২১ জুলাই : আজ সোমবার মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় ভারী বৃষ্টির কারণে রানওয়ে থেকে ছিটকে গেল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই ২৭৪ কোচি থেকে মুম্বাই আসছিল। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, খারাপ আবহাওয়ার কারণে অবতরণের কিছুক্ষণ পরেই বিমানটি রানওয়ে থেকে সরে যায়।

জানা গেছে, অবতরণের সময় বিমানের তিনটি টায়ার ফেটে যায় এবং ইঞ্জিনেরও ক্ষতি হতে পারে। তবে, বিমানটি নিরাপদে টার্মিনাল গেটে পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং সকল যাত্রী ও ক্রু সদস্য নিরাপদে নেমে আসেন। কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

এয়ার ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। এয়ার ইন্ডিয়ার একজন মুখপাত্র জানান, 'কোচি থেকে মুম্বাইগামী ফ্লাইট এআই ২৭৪৪, ২১ জুলাই

Short Notice Inviting Quotation
Sealed Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) are invited in 2 (Two) bid system (Technical bid & Financial bid) by the undersigned on the behalf of the Government of Tripura from the reputed and experienced Manufacturer/ Supplier/Agent/Authorized Dealer/Firm/Interest person for supply of Computer printer cartridge for use in I.G.M. hospital, Agartala for the year 2025-26. The SNIQ form with detailed description of item with terms and conditions will be available from the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala on any working days during the office hour from 11:00 to 15:00 hours, free of cost upto 30/7 /25. The SNIQ would be received at the office of the undersigned upto 16:00 hours 30/7 by speed post/ Courier Service/By Hand and will be opened on next working day if possible, in the office of the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala. ICA/C/ 1535/25

Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

Medical Superintendent I.G.M. Hospital, Agartala.

২০২৫ তারিখে অবতরণের সময় ভারী বৃষ্টির সম্মুখীন হয়, যার ফলে স্পর্শ করার পর রানওয়ে থেকে বিচ্যুতি ঘটে। বিমানটি নিরাপদে গেটে টায়ার করে পৌঁছায় এবং সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সদস্য নিরাপদে নেমে গেছেন। বিমানটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে। যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

সিএসএমআইএ-এর জরুরি প্রতিক্রিয়া দল দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় মোতায়েন করা হয়েছিল। সিএসএমআইএ-এর একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'কোচি থেকে আসা একটি বিমান ২১ জুলাই সকাল ০৯:২৭টায় মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রানওয়ে থেকে বিচ্যুত হয়।

সিএসএমআইএ-এর জরুরি প্রতিক্রিয়া দল পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয় হয়। সকল যাত্রী ও ক্রু নিরাপদে আসছেন। বিমানবন্দরের প্রধান রানওয়ে - ০৯/২৭-এর সামান্য ক্ষতি হয়েছে। কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে সেকেন্ডারি রানওয়ে ১৪/৩২ চালু করা হয়েছে। সিএসএমআইএ-তে, নিরাপত্তা সর্বদা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বিমানবন্দরের প্রধান রানওয়ে ০৯/২৭-এর সামান্য ক্ষতি

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/PNIEt/EE/ PWD (G)/(R&B)/GNT/2025-26, Dt. 18-07-2025.
The Executive Engineer, Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES/ Railway for the following work through e-procurement portal:-
1. Name of Work: Up-gradation of Gonda Twisa Degree College Class room for IT Lab.
DNIEt No. 07/DNIEt/EE/PWD (G)/(R&B)/GNT/2025-26
Estimated Cost: Rs. 12, 54, 315.00
Earnest Money: Rs. 25, 086.00
Bid Fee: Rs. 1000.00
Time for Completion: 60 (Sixty) Days
Last date & time for online Bidding: 24-07-2025 up to 1500 Hrs
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal <https://tripuratenders.gov.in>. ICA/C/1517/25

(Er. I. Debbarma)
Executive Engineer
Gonda Twisa Division, PWD (G)
Gonda Twisa, Dhalai District



সোমবার আগরতলায় ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিকের ৩য় সদর মহকুমা সম্মেলন আয়োজিত হয়।

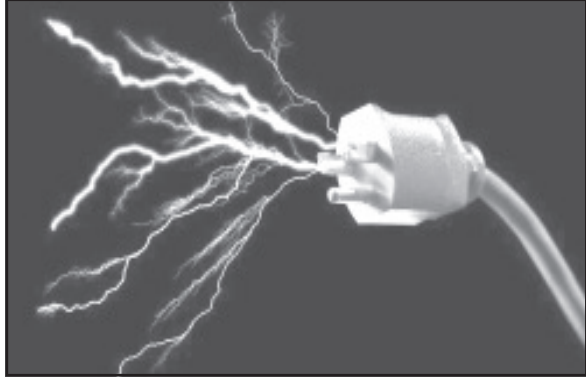
হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কেউ হঠাৎ ইলেকট্রিক শক খেলে কী করবেন?

যে কেউ যে কোন স্থানে বিদ্যুতৃষ্ণ হতে পারে। ইলেকট্রিক শকে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে বিদ্যুততরঙ্গ প্রবাহিত হয়। ফলে শরীর অবস হয়ে পড়ে এবং কাঁপুনি আসে ও হঠাৎকরেই কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয় (যদিও এটি বিরল)। বিদ্যুতৃষ্ণ হলে আক্রান্ত অঙ্গ পুড়ে যেতে পারে বা ক্ষত হতে পারে। বৈদ্যুতিক শক তীব্র ক্ষমতার হলে হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কে প্রভাব পড়তে পারে।

এর ফলে হৃদপিণ্ডে আয়িরথিমিয়া বা ভেন্ট্রিকুলার ফাইব্রিলেশন হতে পারে। যার ফলে হঠাৎ করে কার্ডিয়াক অ্যাটাক এবং মৃত্যুও হতে পারে। বৈদ্যুতিক শকের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানলে জীবন রক্ষা করা যায়।

১। বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্ত কাউকে সাহায্য করার জন্য যাওয়ার আগে চারপাশে ভালো করে দেখে নিন। আশেপাশে জল ও লোহা থাকলে তা বিপদজনক হয়। কারণ জল ও লোহা বিদ্যুত পরিবাহী। সেক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য দ্রুত ইমারজেন্সি



হেল্প লাইনে ফোন দিন। ২। আক্রান্ত মানুষটিকে বিদ্যুতের উৎসব থেকে দূরে সরিয়ে আনার চেষ্টা করুন। বৈদ্যুতিক পাওয়ার অফ করে দিন অথবা ডিভাইসটি আন প্লাগ করুন। যদি এটি না করতে পারেন তাহলে শুকনো ও অপরিবাহী কোন উপাদানে তৈরি যেমন - কাঠের টুলের উপর দাঁড়িয়ে একটি কাঠের লাঠি দিয়ে ব্যক্তিকে আলাদা করার চেষ্টা করুন। কখনো খালি হাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করবেন না তাহলে আপনার ও শক লাগতে পারে। ৩। বৈদ্যুতিক উত থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সরিয়ে আনার পর একটি স্থানে একপাশে কাত করে শুইয়ে দিন এবং হাতের

উপর মাথা রাখুন। হাঁটগুলো পড়ে দিন এবং চিবুক উচু করে শ্বাস পরীক্ষা করুন। ৪। আক্রান্ত ব্যক্তির যদি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে এবং ছোটখাট পোড়া হলে টেপের জলের নীচে ধুয়ে নিন। পরনের কাপড় ঢিলা করে দিন। ৫। যদি রক্তপাত হয় তাহলে শুষ্ক ও পরিষ্কার কাপড় রক্তপাতের স্থানে রেখে চাপ দিন যাতে রক্তপাত বন্ধ হয়। ৬। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমত না চললে কৃত্রিমভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখার চেষ্টা করুন। বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে তাকে সুস্থ মনে হলেও।

রান্নার ধরনে বদল

আনলে ঝরবে ওজন

ওজন কমাতে শরীরচর্চা, ডায়েটের কোনও জুড়ি মেলা ভার। নিয়ম করে এগুলি করতে পারলে ছিপছিপে হওয়া সম্ভব। কিন্তু ডায়েট, ব্যায়াম করে রোগা হওয়া অনেক দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। নিয়মের হেরফের হলেও অনেক সময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ওজন কমানো কোনও চটজলদি বিষয় নয়। দ্রুত রোগা হতে অনেকেই উপোস করে থাকেন। তাতে ওজন কমান বদলে বেড়ে যায়। ভরপেট খেয়েও রোগা হওয়া যায়। শুধু রান্নার ধরনে খানিকটা পরিবর্তন আনলেই হবে।

১) রোগা হবেন বলে যখন এক বার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন, তখন নিয়ম করে সজ্জ খেতে হবে। সজ্জির গুণেই দ্রুত রোগা হওয়া সম্ভব। তবে সে ক্ষেত্রে সজ্জির খোসা ছাড়াবেন না। সজ্জির খোসাতেও রয়েছে প্রচুর স্বাস্থ্যগুণ। খোসায় ফাইবারের পরিমাণও প্রচুর। ফাইবার দ্রুত মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। ২) খাবার সুস্বাদু হয়

তেল, নুন, মিস্তির গুণে। তবে ডায়েটের পর্বে খাবার স্বাদ আনতে অন্য রাস্তা নিতে হবে। গোলমরিচ, লবঙ্গ, কারিপাতা, রোজমেরি রান্নায় ব্যবহার করুন। এতে খাবারের স্বাদও হবে, আবার ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ৩) ডায়েট করছেন মানেই তেল খাওয়ায় খানিক রাশ টানতে হবে। তাই যে কোনও খাবারই অল্প তেলে রান্না করুন। অনেকেই সজ্জি বানিয়ে খান। সে ক্ষেত্রে সজ্জিগুলি একেবারে অল্প তেলে নড়াচড়া করে রান্না করুন। কখনই ভাজবেন না। ৪) সজ্জিতে উপকারী স্বাস্থ্যগুণের শেষ নেই। মিনারেলস থেকে ফাইবার, সবটাই আছে ভরপুর পরিমাণে। কিন্তু রান্না করার পর সজ্জির স্বাস্থ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে সজ্জি কিন্তু মাইক্রোওয়েভে দিয়ে ভাপিয়ে নিতে পারেন। খাওয়ার সময় উপর থেকে নুন, গোলমরিচ ছড়িয়ে খেলে আধসেজ্জি সজ্জি খাচ্ছেন, মনে হবে না।

বাদামের বহুমুখী উপকারীতা



বাদাম হল পুষ্টিতে সমৃদ্ধ একটি ড্রাই ফ্রুট। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, আয়রন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি রয়েছে, কিন্তু কোনটি বেশি উপকারী, ভেজানো বাদাম নাকি শুকনো বাদাম? আসুন তাহলে জেনে নেই- শুকনো বাদাম: নাম অনুসারে, শুকনো বাদামগুলি তাদের আসল, অপরিবর্তিত অবস্থায় বাদাম। এগুলি বাদাম গাছে থেকে সংগ্রহ করা হয়, শীসমুক্ত এবং বাতাসে শুকানো হয়। বাদাম একটি জনপ্রিয় স্ন্যাকিং এবং সুস্বাদু বিকল্প। এছাড়াও, শুকনো বাদাম নিয়মিত খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সহজ, তা স্যালাডে, বাদাম মাখনের সঙ্গে মিশ্রিত করা হোক বা এমনি খাওয়া হোক। শুকনো বাদামও পুষ্টিগুণে ভরপুর। এগুলি ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম এবং ওমেগা৩ ফাইবারের একটি দুর্দান্ত উত। এই পুষ্টিগুলি হৃদিতণ্ডের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে, হজম সহায়তা করতে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপকার হল হজমশক্তির উন্নতি। কিছু লোক বিশ্বাস করে যে ভেজানো বাদাম পেটে ততটা কঠোর নয় এবং শুকনো বাদামের তুলনায় কম ফেলা বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। ভিজিয়ে রাখা ফাইটিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতেও সাহায্য করে, একটি অ্যান্টি-নিউট্রিয়েন্ট যা খনিজ শোষণে বাধা দিতে পারে। উপরন্তু, ভেজানো বাদাম আরও পুষ্টিকর বলে পরিচিত। ভেজানোর প্রক্রিয়াটি আরও বেশি পুষ্টি মুক্ত করতে পারে, সেগুলিকে আপনার শরীরে আরও জৈব উপলভ্য করে তোলে। কিছু লোক দাবি করে যে ভেজানো বাদামগুলি বাদাম দুধে মেশানো বা রেসিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা নরম এবং সহজ। স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি ভাল? শুকনো না ভেজানো বাদাম: শুকনো বাদামে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি রয়েছে আর পেট বা হজমের কোনো সমস্যা থাকলে বাদাম ভিজিয়ে খেতে পারেন। এতে হজমে কোনও সমস্যা হবে না। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন।

৭৬ জনের উপর ৮ সপ্তাহের একটি গবেষণা চালানো হয়েছিল যাতে দেখা যায় যে ভিজিয়ে রাখা বাদাম খেলে হজমের কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। উপরন্তু, ভেজানো বাদামে ফাইটিক অ্যাসিডের মাত্রা কীভাবে বাদামের একটি রকম বা সামান্য বেশি হয়। গবেষণা অনুসারে, বাদামে অ্যান্টিনিউট্রিয়েন্টও রয়েছে, যা ক্যালসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো পুষ্টির হজম এবং পেটে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ভেজানো বাদাম ঠিক শুকনো বাদামের মতো যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। ভেজানোর এই প্রক্রিয়াটি কিছু এনজাইম সক্রিয় করে বলে বিশ্বাস করা হয়, যা বাদামকে সহজে হজম করে এবং পুষ্টির শোষণ বাড়ায়। ভেজানো বাদামের উপকারিতা: ফুড বায়োফিজিক্সের মতে, ভেজানো বাদামের প্রাথমিক

বোমের মতো ফেটে যাবে মিক্সার গ্রাইন্ডার

আজকাল এই কর্ম ব্যস্ত জীবনে মিক্সার খুবই প্রয়োজনীয় একটি জিনিস, যা প্রায় অনেকের রান্নাঘরেই থাকে। আগে কোনও মশলা বাটার হতেই শিল-নোড়া ব্যবহার করা হত। এখন সেই কাজকেই অনেক সহজ করে তুলেছে মিক্সার। তবে মিক্সার খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। অনেক দাম দিয়ে মিক্সার কেনার পর যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার থেকে খারাপ আর কীই বা হতে পারে। তাই মিক্সার ব্যবহার করার সময় বিশেষ কিছু বিষয় নজরে রাখা খুব দরকার। আপনাকে এমন কিছু টিপস জানানো হবে, যাতে আপনি জেনে যেতে পারবেন যে মিক্সার ব্যবহার করার সময় কি কী প্রয়োজন। আর কী কী করা উচিত নয়। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে দীর্ঘদিন আপনার মিক্সারকে ভাল রাখবেন। আইস কিউব ব্যবহার করবেন না: আইস কিউব মিক্সারের ব্লেন্ডার জন্য খুব খারাপ। বরফের কিউবগুলি পাথরের মতো শক্ত হয়, তাই ব্লেন্ডারটি ভেঙে যেতে পারে। কখনও কখনও ব্লেন্ডারটি বৈকিও যেতে পারে। ফলে তা পাল্টাতে আবার আপনাকে অনেক টাকা



খরচ করতে হবে। বড় কোনও জিনিস দেবেন না: আপনার মনে হতে পারে, বড় মশলার টুকরো দিলে, তা তাড়াতাড়ি গুঁড়ো করে দেবে। কিন্তু এর ফলে আপনি বিপদে পড়বেন। যখনই মিক্সারের সুইচ অন করবেন, তখনই ব্লেন্ডে চাপ পড়বে। আর তা ঘুরতে চাইবে না। ফলে মিক্সারটি গরম হয়ে গিয়ে তা ফেটেও যেতে পারে। তবে আপনি চাইলে প্রথমে মশলাগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে তারপর মিক্সারে দিয়ে দিতে পারেন। এতে কোনও সমস্যা দেখা দেবে না। ফল বীজ সমেত দেবেন না:

বড় বীজের যে কোনও ফল মিক্সারে দেবেন না। এতে ব্লেন্ডার উপর চাপ পড়ে। ব্লেন্ডে বীজ আটকে গেলে ফলক ভেঙ্গে যেতে পারে। আপনি যদি এই জাতীয় ফল যোগ করেন, তবে মনে রাখবেন যেআপেই বীজগুলি বের করে ফেলতে হবে। কোনও গরম জিনিস দেবেন না: মেশিনে কোনও গরম বস্তু দেওয়া উচিত নয়। প্রায়শই অনেকে পেঁয়াজ এবং টমেটো ভেজে প্রেডি তৈরি করার জন্য মিক্সারে সেই গরম জিনিস দিয়ে দেয়। এতে মিক্সার চালানোর সঙ্গে সঙ্গে তা গরম হয়ে গিয়ে ফেটে যেতে পারে।

শুধু তাজা ফল-সবজির উপর জোর দিলে চলবে না, রোজ খেতে হবে এই পাঁচ বীজও

রোগের সংখ্যা কমাতে গেলে ডায়েটের উপর জোর দিতে হয়। কারণ খাবারের মাধ্যমে আমরা সহজেই দেখে পুষ্টির জোগান দিতে পারি। তাই পুষ্টির খাওয়া-পাওয়া সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য একান্ত জরুরি।



পুষ্টির খাবার হিসেবে সবসময় তাজা ফল ও সবজির উপর জোর দেওয়া হয়। ফল ও সবজির পাশাপাশি বাদামও স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী। একইভাবে, বেশ কিছু বীজ রয়েছে, যা রোগের ডায়েটে রাখা দরকার। বীজ গোটা শস্য পরিবারের অন্তর্গত। অর্থাৎ ফাইবার, প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও মিনারেলের পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু কোন-কোন বীজ রোজ খাবেন জানেন? রইল ৫ সুপারফুডের সন্ধান।

কোলো-সাদা মেশানো ছোট চিয়া সিড পুষ্টিতে ভরপুর। চিয়া সিডের মধ্যে ফাইবার, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন ও বিভিন্ন ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো মিনারেল রয়েছে। রস্তু

করে।

বাগরের উপর তিলের বীজ ছড়িয়ে খান? বাগার স্বাস্থ্যকর না হলেও এই তিলের বীজ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই বীজের মধ্যে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন, ফাইবার ভিটামিন বি, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে। ওজন কমানোর পাশাপাশি শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে তিলের বীজ। সূর্যমুখী বীজ ভিটামিন ই, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়াম ও সেলেনিয়ামে পরিপূর্ণ। ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করতে এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে কুমড়োর দানা। এই বীজ আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী রোগের হাত থেকে রক্ষা করবে।

হেঁশেলে টমেটোর বাড়বাড়ন্ত? কি করবে



বাঙালির হেঁশেলে আলু, পেঁয়াজ, আর আদা-রসুনের সঙ্গে টমেটো থাকেই। মাংস কষা হোক বা কালো জিরে দিয়ে মাছের ঝাল, টমেটো দরকার পড়েই। কিন্তু হঠাৎ করে টমেটো শেষ হয়ে গেলে কী করবেন? টমেটোর শেষ গেলে হাতের কাছে বিকল্প রাখা দরকার। টমেটোর বদলে অনেকেই খাবারে টক দই ও টমেটো পিউরি বা সস ব্যবহার করেন। কিন্তু সবসময় যে হেঁশেলে এসব উপকরণও মজুত থাকবে তা নয়। টমেটো বিকল্প না খুঁজে, এই সবজি

ছাড়া কোন-কোনও পদ রান্না করা যায়, তা জেনে রাখা দরকার। এতে সুস্বাদু খাবারও বানিয়ে ফেলতে পারবেন। পাশাপাশি টমেটোর বিকল্পও খুঁজতে হবে না। টমেটো ছাড়া কী বানাবেন, রইল টিপস। দুপুরের পদ রীধতে গিয়ে যদি রেখেন টমেটো শেষ কী করবেন? বাঙালির প্রিয় আলু পোস্ত রේখে নিতে পারেন। পোস্ত আর কাঁচা লম্বা বাটা দিয়ে বানিয়ে ফেলুন আলু পোস্ত। সঙ্গে মুগ বা বিউলির ডাল থাকলে জমে থাকা দুপুরের ভুরিভোজ। পনিরের পদ রীধতে পারেন টমেটো

ছাড়া। কাজু ও চারমগজ দানা বাটা দিয়ে বানাতে পারেন পনিরের পদ। স্বাদমতো নুন, মিস্তি দিলেই তৈরি পনির। রুটি বা পরোটার সঙ্গে জমে যাবে নবাবী পনির। চিকেন কষা রীধতে গেলে টমেটো চাই-ই-চাই। তাই টমেটো ছাড়া দই চিকেন বানিয়ে নিন। দই, আদা-রসুন বাটা ও বাকি গুঁড়ো মশলা দিয়ে মাংস ম্যারিনেট করে গ্যাসে চাপিয়ে দিন। তৈরি হয়ে যাবে দই চিকেন। মটনও রান্না করা যায় টমেটো ছাড়া। কাশীরের ঐতিহ্যবাহী পদ মটন ইয়াকনি বানাতে পারেন টমেটো ছাড়া। টক দই ও গোটা গরম মশলা থাকলেই সম্পূর্ণ মটন রান্না হয়ে যাবে। নতুন স্বাদের মটন রেসিপি খেতেও ভাল লাগবে। আলুর দম রীধতে গেলে টমেটো দরকার পড়ে। টমেটো না থাকলে দই আলু রේখে নিন। টক দইয়ের পাশাপাশি ঘি, ধনে-জিরে গুঁড়ো, গোটা জোরে, গরম মশলা ও হিং দিয়েই রේখে নিতে পারেন দই আলু।

কম তেলেই করুন মুশকিল আসান

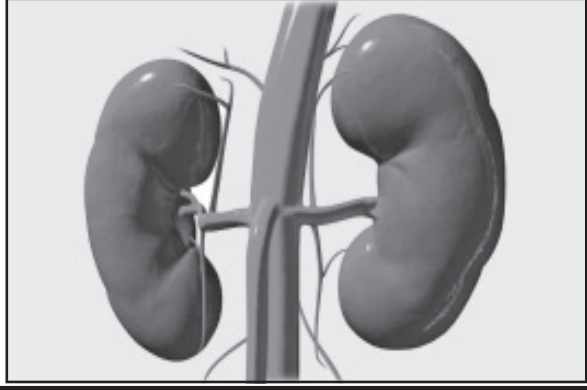
শরীরের কথা মাথায় রেখেই খাবারের কম তেল ব্যবহারের চল বেড়েছে। কিন্তু কম তেলে ভাজাভুজি করতে বেশ বামেলা পোহাতে হয়। অল্প তেলে মাছ ভাজতে দিলে তা কড়াইতে আটকে যায়। এমনকী মাংস বা তরকারি কম তেলে কষতে গেলেও কড়াইতে গেলে যায়। এতে খাবারের স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়। পাশাপাশি রান্না করতে গিয়ে বেশ বন্ধি পোহাতে হয়।



মাছ ভাজতে গিয়ে এমনটা হলে, মাছ ভেঙে যায়। সেই মাছ রান্না করে আর তখন কাউকে পরিবেশন করা যায় না। তাই এমন সমাধান খুঁজে নিতে হবে, যা কম তেলেই রান্না করা যায় এবং কড়াইতেও খাবার যাতে না আটকে যায়। কড়াই ভাল করে গরম করুন সসপ্যান হোক বা ফ্রাই প্যান কিবা লোহার কড়াই, আঁচে রেখে সেটা ভাল করে গরম করুন। কড়াই ভাল করে গরম করে তারপর এতে খাবার ঢালুন। কড়াই গরম হয়েছে বুঝবেন কীভাবে? কম তেলে কড়াই চাপান। মিনিট দুয়েক পর কড়াইতে জলের ছিটে দিন। সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেলে বুঝবেন কড়াই ঠিকমতো গরম হয়ে গিয়েছে। কড়াইতে শুকনো খাবার ছাড়ুন

ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে সরাসরি গরম কড়াইতে তেলে দেন? এতে জলের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই গরমের সংস্পর্শে আসা মাত্র তা কড়াইতে আটকে যায়। তাই চেষ্টা করুন জল ছাড়া কড়াইতে খাবার দিতে। আর ফ্রিজ থেকে মাংস বা খাবার বের করে প্রথমে ঘরের তাপমাত্রা আনুন, তারপর সেটা গরম কড়াইতে ঢালুন। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দিন মশলা কষতে গেলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দরকার। অল্প তেলে মশলা বা কোনও খাবার কষাতে গিয়ে অনেক সময় কড়াইতে আটকে যায়। এই সমস্যা এড়াতে কড়াইতে অল্প জল মিশিয়ে দিন। এতে সবজি, মশলা ও অন্যান্য উপকরণ একসঙ্গে ভাল করে রান্না হয়ে যাবে। সস বানিয়ে রান্না করুন কড়াইতে খাবার আটকে যাওয়ার

পরিস্থিতি যদি এড়াতে চান, তাহলে সস দিয়ে রান্না করুন। এছাড়া আপনি গ্রেডি বানিয়ে রান্না করতে পারেন। এতে আপনার রান্নায় অভিরিক্ত ময়েশচারাইজার থাকবে এবং রান্না করার সময় খাবার কড়াইতে আটকে যাবে না। পাশাপাশি খাবার পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও এতে কম। কম তেলে যেভাবে রান্না করবেন এক চামচ তেল দিয়েও আপনি রান্না করতে পারেন। কড়াই আঁচে রাখার আগে ভাল করে ধুয়ে নিন। কড়াইতে আগের রান্নার কোনও তেল যেন লেগে না থাকে। এরপর এক চামচ তেল নিয়ে দু-তিনবার কড়াইতে ব্রাশ করুন। এতে তেলের পরিমাণ কম লাগবে। পাশাপাশি খাবার কড়াইতে আটকেও যাবে না।





দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক প্রয়াত প্রদীপ দত্ত ভৌমিকের মরদেহে সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

বিজাপুরে জোড়া খুন, সারাভায় বিস্ফোরক উদ্ধার - ওড়িশা সীমান্তে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি

বিজাপুর , ২১ জুলাই : ওড়িশার দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় মাওবাদী সহিংসতার উদ্বেগজনক পুনরুত্থান দেখা দিয়েছে। গত দুই দিনে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায়, যা মালকানগিরি সংলগ্ন, দুইজন গ্রামবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। একই সময়ে ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের সারাভা জঙ্গল থেকে বিপুল পরিমাণ আইইডি এবং বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত শনিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার তারেম গ্রামে রক্তপাত ঘটে। সেখানে ১০ থেকে ১৫ জন সশস্ত্র মাওবাদী প্রবেশ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দু’জনকে কুপিয়ে হত্যা করে। নিহতদের পুলিশ তথ্যাদাতা হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল বলে জানা গেছে, যা অতীতে মাওবাদীরা সীমান্ত গ্রামগুলিতে ভয় ছড়ানোর জন্য একটি পুনরাবৃত্ত অভ্যুত্থান হিসেবে ব্যবহার করেছে। স্থানীয় সুওগুলি নিশ্চিত করেছে যে হত্যাকাণ্ড ছিল অত্যন্ত নৃশংস গুলি, মৃতদেহগুলিতে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং প্রকাশ্যে এই হামলা চালানো হয়েছিল। এই হামলার পর ওড়িশা ও ছত্তিশগড় উভয় রাজ্যের নিরাপত্তা বাহিনী চিরুনি অভিযান জোরদার করেছে, মাওবাদী আভ্যন্তানগুলি থেকে

তাদের সরিয়ে দিতে এবং প্রতিশোধমূলক হামলা ঠেকাতে অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। দক্ষিণ ওড়িশা যখন সহিংসতায় ভুগছিল, তখনই ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের সারাভা জঙ্গল থেকে নিরাপত্তা বাহিনী বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে। সূত্র জানায়, মাওবাদীবিরোধী একটি নির্দিষ্ট তল্লাশি অভিযানে ১৪টি শক্তিশালী আইইডি, গ্রেনেড এবং প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট পাউডার জব্দ করা হয়েছে। অভিযোগ, এই বিস্ফোরকগুলি চাহিবাসা-টোকলো এবং খারসুয়া-কুচাই থানা এলাকায় টহলরত জওয়ানদের উপর অতর্কিত হামলা চালানোর জন্য স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে মাওবাদী কার্যকলাপ ধীরে ধীরে বাড়ছে। পুলিশ সূত্র অনুযায়ী, এই দুই কিলোর আইইডিগুলি টিফিন বাক্সের মধ্যে লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেছে, যা অতীতেও মারাত্মক অতর্কিত হামলায় ব্যবহৃত একটি কৌশল। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, ঝাড়খণ্ড জাণ্ডয়ারা, নিয়ারাপিএফ এবং স্থানীয় পুলিশ একটি সম্মিতি অভিযান শুরু করেন, নিরাপদে বিস্ফোরকগুলি উদ্ধার করে এবং নিক্ষেপ করে। পরে উপকরণগুলি ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করা হয়।

আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, শীর্ষ মাওবাদী নেতা যেমন অসিম মন্ডল, মিসির বেসরা এবং মোছা আনমল সারান্তা অঞ্চলে পুনরায়

সংঘটিত হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। সূত্রগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, উদ্ধারকৃত বিস্ফোরকগুলি নিরাপত্তা কর্মীদের লক্ষ্য করে একটি উচ্চ-ক্ষতির হামলা চালানোর একটি বৃহত্তর

পরিকল্পনার অংশ ছিল। এই উদ্ধারের পর থেকে সারাভা জঙ্গলগুলিতে অভিযান আরও তীব্র করা হয়েছে, ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবেলায় অব্যাহত নজরদারি এবং তল্লাশি অভিযান চলছে।

মিজোরামে ১০,০০০ এর বেশি মেথ ট্যাবলেট জব্দ, ২ জন গ্রেপ্তার

আইজল, ২১ জুলাই: মিজোরাম রাজ্যে মাদক চোরাচালান দমনের চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে চাম্ফাই জেলায় অভিযান চালিয়ে ১০, ১০০টির বেশি মেথঅ্যাক্সিটামিন ট্যাবলেট জব্দ করেছে মিজোরাম পুলিশ। এই ঘটনায় দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজ্য আবগারি ও মাদকদ্রব্য বিভাগের একজন কর্মকর্তা সোমবার জানিয়েছেন, প্রায় ১০.১ কেজি ওজনের এই ট্যাবলেটগুলো শনিবার একটি অভিযানে জব্দ করা হয়। বিভাগীয় মুখপাত্র পিটার জোহিমংথাঙ্গা জানান, শনিবার চুড়াচাঁদপুর শহরের বাসিন্দা লুনমিনলালজো (৩৪) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার চাম্ফাইয়ের ভেংথারা এলাকার বাসিন্দা ক্রিস্টি হিমিংথাঞ্জামি (১৯) নামের এক মহিলাকে জেলার মওবক গ্রাম থেকে আটক করা হয় বলে জানান তিনি। মাদক পাচারের কাজে ব্যবহৃত একটি গাড়িও জব্দ করা হয়েছে।

জোহিমংথাঙ্গা আরও জানান, জব্দকৃত মেথঅ্যাক্সিটামিন ট্যাবলেটগুলো মিজোরামের বাইরে পাচার করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। গ্রেপ্তারকৃত দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের নারকেটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকেট্রোপিক সাবস্টেন্সেস আইনের বিধি অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। কর্মকর্তা আরও জানান, বিভাগ তাদের মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করেছে এবং আইজল ও অন্যান্য জেলা সদর দফতর থেকে মাদকসম্পদের আটক করা হচ্ছে। জোহিমংথাঙ্গা যোগ করেন যে, বেশ কয়েকজন মাদকসম্ভকে কাউন্সেলিং করা হয়েছে এবং তাদের বাবা-মায়ের সম্মতিতে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। অন্যদের আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত করা হয়েছে।

অপারেশন সিন্দুরের সাফল্য সগর্বে দাবি প্রধানমন্ত্রী

●প্রথম পাতার পর

অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটায় এবং প্রতিটি পদক্ষেপে উন্নয়নের অবিরত অনুভূতি রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন হিসাব্যক ঘটনার শিকার হয়েছে, তা সে স্বাস্থ্যসাবাই হোক বা নকশালবাদ, যা স্বাধীতার পর থেকে অব্যাহত রয়েছে। নকশালবাদের ও মাওবাদের ভৌগোলিক বিস্তার এখন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী নতুন করে আস্থা ও ত্বরান্বিত প্রচেষ্টার সঙ্গে নকশালবাদ ও মাওবাদকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার লক্ষ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন, সারা দেশের শত শত জেলা নকশালদের হিংসার কবল থেকে মুক্ত হয়ে এখন ঐসর জায়গায় স্বস্তি দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ভারতের সংবিধান অস্ত্র ও হিংসার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইতিপূর্বেকার "হিংসে করিডর" অঞ্চলগুলি এখন দৃশ্যমানভাবে "প্রিন গ্রোথ জোনে" রূপান্তরিত হচ্ছে, যা দেশের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়।

দেশপ্রেম ও দেশের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রতিটি অনুষ্ঠান প্রত্যেক সংসদ সদস্যের জন্য গর্বের মুহূর্ত বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, সংসদের এই বর্ষাকালীন অধিবেশনে সমগ্র দেশ জাতীয় গর্বের এই উদযাপন শুনতে পাবে, যা প্রত্যেক সংসদ সদস্য এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কণ্ঠস্বর।

২০১৪ সালে যখন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, তখন ভারত ভঙ্গুর পাঁচ অর্থনীতির অংশ ছিল বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেই সময় ভারত বিশ্ব অর্থনৈতিক ক্রমিক মানে দশম স্থানে ছিল, কিন্তু আজ ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং সেই মাইলফলকের দরজায় কড়া নাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে, যা বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, ২০১৪’র আগে ভারত দ্বি-অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন হয়েছিল। আজ মুদ্রাস্ফীতির হার প্রায় ২ শতাংশের কাছাকাছি থাকায়, নাগরিকরা স্বস্তি এবং জীবনযাত্রার উন্নত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে। নিম্ন মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে উচ্চ প্রবৃদ্ধি একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল উন্নয়ন যাত্রার প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেন শ্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং ইউনিফায়েড পেমেণ্টস ইন্টারফেস (ইউ.পি.আই)-এর মতো উদ্যোগগুলি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশ্বের কাছে ভারতের উদীয়মান সক্ষমতা প্রদর্শন করছে এবং ভারতের ডিজিটালের প্রতি আগ্রহ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, ফিনটেক ক্ষেত্রে ইউ.পি.আই একটি শক্তিশালী উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রিয়েল-টাইম ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের শীর্ষে রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় বেশি।

শহীদ দিবসের মঞ্চ

●প্রথম পাতার পর

‘আসামের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি নিজের রাজ্য সঠিকভাবে সামলাতে পারেন না, বাংলার বিষয়ে নাক গলাচ্ছেন,’ তৃণমুলের শহীদ দিবসের সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন। একটি তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক অভিযোগে, বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে বাঙালিদের ভোটাধিকার বর্ধিত করার জন্য একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা চলছে।

তিনি নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার উল্লেখ না করেই অভিযোগ করেন, ‘বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং বাঙালিদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইছে।’

বিচারপতি ভার্মার অপসারণ

●প্রথম পাতার পর

পহেলগামে স্বাস্থ্যবাদী হামলা নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে রাজি হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির বৈঠকে। বিরোধী পক্ষের তরফে দাবি করা হয়, আলোচনা যেন আগামীকাল থেকেই শুরু করা হয়। তবে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই আলোচনা হবে প্রধানমন্ত্রীর দুই দিনের বিদেশ সফর শেষে তাঁর দেশে ফেরার পর।

স্বামীর প্রোফাইল থেকে স্ত্রীর নগ্ন

●প্রথম পাতার পর

সাবুল চুরাইবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। মামলার খবর পেয়ে স্ত্রী হাজিরা সাবুলকে সামাজিক মাধ্যমে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার ফেসবুক আইডি থেকে বিভিন্ন নগ্ন ছবি ও সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করে যাচ্ছে। এতে সনাতনী সম্প্রদায়ের মানুষ সাবুলের উপর বেজায় ক্ষেপেছেন।

সাবুল আরো জানায়, তার স্ত্রী হাজিরা শিলচরের বিভিন্ন ইউটিউবারদের সাথে মিলে সাবুলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। এই বিষয়ে সাবুল চুরাইবাড়ি থানায় সোমবার পুনরায় লিখিত অভিযোগ করে। পুলিশ তার অভিযোগের ভিত্তিতে তার মোবাইল ফোনটি জব্দ করে ধর্মনগর সাইবার সেলে পাঠিয়েছে তদন্তের জন্য। এখন সম্পূর্ণ ঘটনা তদন্তাধীন অবস্থায় রয়েছে।

পহেলগাম হামলা ও ট্রাম্পের

●প্রথম পাতার পর

খাড়াগের আক্রমণের মূল বিষয় ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বারবার দাবি যে তিনিই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি করিয়েছেন। খাড়াগে বলেন, ‘এছাড়াও, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিবৃতি নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করা উচিত, কারণ তিনি একবার নয়, ২৪ বার দাবি করেছেন যে তিনি যুদ্ধবিরতি করিয়েছেন। এটি দেশের জন্য অপমানজনক।’ ট্রাম্পের এই ধরনের দাবি এমন এক সময়ে এসেছে যখন ভারত বরারাই পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং কাশ্মীর ইস্যুতে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে আসছে। ট্রাম্পের দাবি যদি সত্য হয়, তবে এটি ভারতের দীর্ঘদিনের পররাষ্ট্রনীতিতে একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন তোলো।

খাড়াগের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা জানান যে কেন্দ্রীয় সরকার অপারেশন সিন্দুর নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত। তবে, অধিবেশন কক্ষে গোলাযোগের কারণে দুপুর ১২টা পরাস্ত সভার কাজ মূলতবি করে দেওয়া হয়।

সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন, যা ২১ জুলাই থেকে ২১ আগস্ট ২০২৫ পরাস্ত চলার কথা, শুরু থেকেই বিরোধী “ইন্ডিয়া” জোটের আক্রমণের মুখে পড়ছে। লোকসভায় কয়েসের উপন্যাস গৌরব গগৈণ ও পহেলগাম হামলা এবং এর ফলে সৃষ্ট নিরাপত্তা জটিকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেনেন। তিনি অভিযোগ করেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিবৃতিগুলি কোনো না কোনোভাবে ভারতের মর্যাদা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে সরকার পহেলগাম হামলার বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং ট্রাম্পের দাবির বিষয়ে তাদের অবস্থান পরিষ্কার না করলে সংসদের এই অধিবেশন আরও উত্তাল হতে পারে। বিরোধী দলগুলি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এই স্পর্শকাতর বিষয়গুলি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার দাবি জানাচ্ছে।

ঢাকায় স্কুল ভবনে

●প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে আত্মীয়-স্বজনেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কারণ উদ্ধারকর্মীরা, রিকশা বা যা পাওয়া গেছে তা ব্যবহার করে, আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাফিকা তাহা, একজন শিক্ষার্থী যিনি দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না, ফোনে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানান যে তাদের স্কুলে প্রায় ২০০০ শিক্ষার্থী রয়েছে এবং এখানে প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়।

ঢাকা ট্রিবিউন জানিয়েছে, ঢাকার উত্তরা এলাকায় বিধস্বত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমানের পাইলট ফ্লাইইং লেকচেনোর্স্ট তওকির ইসলাম সাগর মারা গেছেন। আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল-এর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট-এ চিকিৎসারীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বলে ডেইলি স্টার সাইএসপিআর-এর বরাব দিয়ে জানিয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাগর তার ক্যাডেট নামের পিটি-৬ বিমানে প্রথম ১০০ ঘন্টা উড্ডয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ১৫তম স্কোয়াড্রনে প্রায় ৬০ ঘন্টা উড্ডয়ন সময় কাটিয়েছিলেন, এরপর ৩৫তম স্কোয়াড্রনে যোগদান করেন।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ ইউনুস এই ট্রাজেডিকে ‘অপুরণীয়’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি গুণানুপুঙ্খ তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এছাড়া, তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের ‘সর্বপ্রকার সহায়তা’ প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন।

আজকের এই দুর্ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে রাজধানী ঢাকায় সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। এক মাসেরও বেশি সময় আগে গুজরাটের আহমেদাবাদে একটি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান একটি মডেল কলেজের হোস্টেলের ওপর বিধস্বত হয়েছিল, যেখানে বিমানে থাকা ২৪২ জনের মধ্যে ২৪১ জন এবং মাটিতে থাকা ২০ জন নিহত হয়েছিলেন।

জলে ডুবে মৃত্যু ৫

বহরের শিশুকন্যার

●প্রথম পাতার পর

নোয়াডিয়া নিজ সামাজিক মাধ্যমে শিশুর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং মহকুমা প্রশাসনকে ঘটনার তদন্ত করে সরকারী সহযোগীতা প্রদানের নির্দেশ দেন।

অপরদিকে ছোট শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান জেলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত। তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পরিবারের লোকজনদের সমবেদনা জানান এবং কিছু আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করেন। আগামীদিনে পরিবারের লোকজনদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন মন্ডল সভাপতি। এলিনা ত্রিপুরার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকা জুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ভোলে বাবা পার লাগাও...

●প্রথম পাতার পর

অনেকেই এই মাসে শিব ও মা পার্বতীর আরাধনায় নিজেদের লিপ্ত রাখেন। শ্রাবণ মাসের সোমবারগুলিকে খুবই শুভ বলে মনে করা হয়। শ্রাবণে শিবলঙ্গে, মধু, দুধ, বেলপাতা, ধূতারা ফুল, আকন্দের মালা, জল অর্পণ করার রীতি রয়েছে। প্রতি সোমবার এই রীতি পালন করে দেবাদিদেবকে তুষ্ট করা হয়। আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করতে আজ শিবের প্রব্রাজ্য ব্রত হন অনেকেই। এদিন শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য সকাল থেকেই মন্দিরগুলোতে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে।

শিক্ষায় রাজ্য এখন

●প্রথম পাতার পর

অনুমোদিত বিদ্যাভ্যোতি স্কুলগুলিকে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সম্মানিত করা হয়। রাজ্যের ৩১৬টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ১০০ শতাংশ পাশ করেছে। এই ও ১৬টি স্কুলের মধ্যে আজকের অনুষ্টানে ৫০টি স্কুলকে প্রতীকী হিসাবে সম্পন্ন জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রতিনিধির হাতে স্মারক ও অভিজ্ঞানপত্র তুলে দেন। এছাড়াও অনুষ্টানে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সাফল্য সম্বলিত একটি পুস্তিকার আবেরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অভিথিগণ। অনুষ্টানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যালয়ের সফলতার অধিকাংশ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণের উপর। ছাত্রছাত্রীদের জীবন গড়ার ক্ষেত্রে তাঁদের বিরীত ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকরাই প্রকৃত মানুষ গড়ার কারিগর। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন খামতি এবং সমস্যাগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই পূরণ করতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের সফল করে তুলতে শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব অপরিহার্য। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদেরও পড়াশুনার প্রতি আরও মনোযোগী হতে হবে। লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যেতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শুধুমাত্র পুথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত হলেই চলবে না, সমাজের কথা তথা দেশের কথা মাথায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে। সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে আসতে হবে। তাবেই প্রকৃত শিক্ষার সার্থকতা আসবে। শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাবেই রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য গুণগত শিক্ষার প্রসার ঘটবে। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যেসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১০০ শতাংশ পাশের সফলতা অর্জন করেছে তাদের আত্মভূষ্টির কোনও স্থান নেই। এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।

বিদ্যালয়কে সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা দেশের অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় খোবার দিকে কোনও অংশে কম নয়। শুধু চাই সঠিক পরিচর্যা ও অতিল লক্ষ্য। রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্য পূরণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার বিকাশে কাজ করে চলেছে। অনুষ্টানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সমূহের কথা তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী টি-স্কয়ার শিক্ষা পদ্ধতি চালুর কথা বলেন। এতে বিদ্যালয়গুলির উৎকর্ষতার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও তিনি শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বছর বাঁচাও পরীক্ষা পদ্ধতি চালু, ধীরগতির শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিতভাবে রেমিডিয়াল ক্লাস চালু, শিক্ষা ক্ষেত্রে সুপার-৩০ প্রকল্প চালু, মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার, নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বাইসাইকেল বিতরণ, প্রি-প্রাইমারি ক্লাস চালু, বৃত্তিময় সফলতা অর্জনগুয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের জন্য মিশন মুকুল প্রকল্প চালু, পি.এম. শ্রী প্রকল্প চালু অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় দ্বাদশমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৪০ জন মেধাবী ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৮৮টি বিদ্যালয়েও জন্য টিচিং লার্নিং মেটেরিয়ালস ক্রয়, সি.এম-সাথ অ্যাওয়াড চালু, লক্ষ্য প্রকল্প চালু, বন্দে ত্রিপুরা ও ৫টি ই-বিদ্যা চ্যানেল চালু ইত্যাদির কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষায় রাজ্য এখন এগিয়ে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল সম্প্রতি ত্রিপুরাকে পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা দেশের তৃতীয় রাজ্য হিসাবে মিজোরাম ও গোয়ার পর পূর্ণ সাক্ষরতার মর্যাদা লাভিত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নেও সমান গুরুত্ব দিয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৪টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ৮০ কোটি ৮৭লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজ্যের মোট ৩৪৬টি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩০টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে এবং ১৫১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২৩টি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে। অনুষ্টানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা আরও বলেন, ত্রিপুরা বর্তমানে অনেকগুলি পারামিটারে সফলতার দিক নিয়ে দেশের অনেক রাজ্য থেকে এগিয়ে রয়েছে। রাজ্যের এই সাফল্য অব্যাহত রাখা আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের উপরই ন্যাস্ত থাকবে। তাদের উপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যতের ত্রিপুরা। অনুষ্টানে আগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন. সি. শর্মা। বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাজাল হেমেন্দ্র কুমার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এস.সি.ই.আর.টি. ত্রিপুরার অধিকর্তা লালনুন্নেমি ভারলং।



জনজীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সোমবার সিপিআইএমের পক্ষে জনগন থেকে অনুলান গ্রহণ কর্মসূচি পালিত হয়।



টিএফএ-র প্রথম ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাখাল শিশু নকআউট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল মঙ্গলবার। এই টুর্নামেন্টের পরেই শুরু হতে চলেছে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত এবছরের সিনিয়র প্রথম ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। এবারের এই লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নেবে মোট ১০ টি দল।

দলগুলি হল এগিয়ে চलो সংখ, কল্যাণ সমিতি, র্লাড মাউথ ক্লাব, রামকৃষ্ ঙ্গ ক্লাব, লালবাহাদুর বয়ামাগার, নাইন বুলেটস, টাউন ক্লাব, ফরওয়ার্ড ক্লাব, জুয়েলস এসোসিয়েশন ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। আগামী ২৫ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে এই টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেবে এগিয়ে চलो সংখ ও কল্যাণ সমিতি(আধিকাংশ দিন অনুষ্ঠিত হবে নৈশকালীন

ম্যাচ।ঘোষিত সূচি অনুযায়ী উদ্বোধনী ম্যাচের পরের দিন ২৬ জুলাই র্লাড মাউথ ক্লাব বনাম রামকৃষ্ণ, ২৭ জুলাই লাল বাহাদুর বনাম নাইন বুলেটস, ২৮ জুলাই টাউন ক্লাব বনাম ফরওয়ার্ড, ২৯ জুলাই বিকেল ৪ টায় জুয়েলস বনাম ফরওয়ার্ড ক্লাব, সন্ধ্যা ছয়টায় র্লাড মাউথ বনাম এগিয়ে চलो, ৩০ জুলাই রামকৃষ্ণ বনাম কল্যাণ সমিতি, ৩১ জুলাই টাউন ক্লাব বনাম লাল বাহাদুর,১লা আগস্ট বিকাল ৪ টায় এগিয়ে চलो বনাম জুয়েলস এবং সন্ধ্যা ছয়টায় নাইন বুলেটস বনাম ফরওয়ার্ড, ২ আগস্ট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন বনাম কল্যাণ সমিতি, ৩ আগস্ট লালবাহাদুর বনাম র্লাড মাউথ, ৪ আগস্ট বিকেল চারটায় রামকৃষ্ণ বনাম নাইন বুলেটস এবং সন্ধ্যা ছয়টায় টাউন ক্লাব বনাম জুয়েলস, ৫ আগস্ট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন বনাম ফরোয়ার্ড, ৬ আগস্ট কল্যাণ

সমিতি বনাম লাল বাহাদুর, ৭ আগস্ট রামকৃষ্ণ বনাম এগিয়ে চलो, ৮ আগস্ট র্লাড মাউথ বনাম নাইন বুলেটস, ৯ আগস্ট বিকাল চারটায় লালবাহাদুর বনাম ফরওয়ার্ড ক্লাব, সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন বনাম এগিয়ে চलो, ১০ আগস্ট টাউন ক্লাব বনাম রামকৃষ্ণ, ১১ আগস্ট নাইন বুলেটস বনাম কল্যাণ সমিতি, ১২ আগস্ট জুয়েলস বনাম লাল বাহাদুর,১৩ আগস্ট বেলা চারটায় টাউন ক্লাব বনাম র্লাড মাউথ, সন্ধ্যা ছয়টায় ফরওয়ার্ড ক্লাব বনাম রামকৃষ্ণ, ১৪ আগস্ট নাইন বুলেটস বনাম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, ১৬ আগস্ট বেলা চারটায় কল্যাণ সমিতি বনাম র্লাড মাউথ এবং সন্ধ্যা ছয়টায় এগিয়ে চलो বনাম টাউন ক্লাব, ১৮ আগস্ট রামকৃষ্ণ বনাম লাল বাহাদুর,১৯ আগস্ট বেলা ৪ টায় লালবাহাদুর বনাম টাউন ক্লাব এবং সন্ধ্যা ছয়টায় জুয়েলস বনাম

ফরোয়ার্ড, ২০ আগস্ট র্লাডমাউথ বনাম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, ২১ আগস্ট লালবাহাদুর বনাম এগিয়ে চलो সংখ, ২২ আগস্ট কল্যাণ সমিতি বনাম টাউন ক্লাব, ২৩ আগস্ট রামকৃষ্ণ বনাম জুয়েল,২৪ আগস্ট ফরওয়ার্ড ক্লাব বনাম র্লাড মাউথ, ২৫ আগস্ট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন বনাম লাল বাহাদুর, ২৬ আগস্ট জুয়েলস বনাম কল্যাণ সমিতি, ২৭ আগস্ট এগিয়ে চलो বনাম নাইন বুলেটস, ২৮ আগস্ট রামকৃষ্ণ বনাম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, ২৯ আগস্ট র্লাড মাউথ বনাম জুয়েলস, ৩০ আগস্ট কল্যাণ সমিতি বনাম ফরোয়ার্ড,৩১ আগস্ট টাউন ক্লাব বনাম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন,১ সেপ্টেম্বর জুয়েলস বনাম নাইন বুলেটস,২ সেপ্টেম্বর ফরোয়ার্ড বনাম এগিয়ে চलो সংখ।টুর্নামেন্টের সুপার লিগ শুরু হবে ৫ সেপ্টেম্বর সেরা হওয়ার লড়াই সমাপ্ত ১৪ সেপ্টেম্বর।

চন্ডিপুরে সিন্বেটিক ফুটবল মাঠ পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যুব সমাজকে নেশার অন্ধকার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে খেলাধুলাকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে বর্তমান রাজা সরকার। সেই উদ্দেশ্যে পাহাড়ি ও সমতল অঞ্চলজুড়ে গড়ে তোলা হচ্ছে আধুনিক খেলার মাঠ। এরই অংশ হিসেবে চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দেওরা হড়ায় নির্মিত হচ্ছে ফিফা অনুমোদিত সিঙ্থেটিক ফুটবল মাঠ। যার নির্মাণ ব্যয় ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ

টাকা। অর্থায়নে রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর। এই ফুটবল মাঠের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে সোমবার উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেবর্মা। সঙ্গে ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ অফিসার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন,এই এলাকার যুব সমাজ এবং ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার প্রতি

আকৃষ্ট করতে পারলে তাদের নেশার জরাল গ্রাস থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। শিক্া যেমন জীবনের জন্য অপরিহার্য, তেমনই খেলাধুলা মানসিক ও শারীরিক বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তিনি আরও বলেন,সরকার তার দায়িত্ব পালন করছে।আধুনিক সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দিচ্ছে। এবার অভিভাবকদের এবং সমাজেরও উচিত,যে সন্তানেরা যাতে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে

সেই উৎসাহ জোগানো।মন্ত্রী আশাবাদী, এই মাঠ সম্পূর্ণ হলে উনেকোটি জেলার ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। এখানকার প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা ভবিষ্যতে ত্রিপুরা রাজ্যের হয়ে জাতীয় স্তরের খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।ছাত্রীরাও বালিশদারা এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা এই প্রকল্পকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এটি এলাকার জন্য গর্বের বিষয়,যা আগামী প্রজন্মকে নতুন দিশা দেখাবে।

প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব ১৮ আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু ২৪ শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যাহত হওয়া একের পর এক ক্রিকেট ম্যাচের সংশোধিত ক্রীড়া সূচি নতুনভাবে ঘোষণা করলো ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। প্রাকৃতিক পরিস্থিতি বর্তমান কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় ঘোষিত সূচি অনুযায়ী আগামী ২৪ জুলাই থেকে শুরু হতে চলাছে অনূর্ধ্ব ১৮ আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টে

অংশ নেবে মোট ১৪টি ক্লাব দল। দলগুলিকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।এর মধ্যে এ-গ্রুপের রয়েছে সংহতি ক্লাব, চলমান সংখ, র্লাড মাউথ ক্লাব, ইউনাইটেড বিএসটি, হার্ভে ক্লাব, মৌচাক ক্লাব ও ওপিসি (ওপ্ত প্লে সেন্টার)। অন্যদিকে বি-গ্রুপে রয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, জেসিসি (জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব), কসমোপলিটন, স্ফুলিঙ্গ, শতদল সংখ, পোলস্টার

ও বিসিসি (বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব)। খেলা হবে আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়াম, নরসিংদা পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গাউন্ড, টিআইটি, মেলাঘরস্থিত শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দান, বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল মাঠে। সংশোধিত সূচি অনুযায়ী আগামী ২৪ জুলাই প্রথম দিন পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গাউন্ডে চলমান সংখ বনাম র্লাডমাউথ, এমবিবি স্টেডিয়ামে

জে সি সি বনাম কসমোপলিটন, টি আই টি মাঠে সংহতি বনাম হার্ভে এবং বামুটিয়া তালতলা মাঠে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস বনাম শতদল সংখ।গ্রুপ লীগের লড়াই শেষ হবার পর ১৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। ২০ আগস্ট দুটি সেমিফাইনাল এবং ২২ আগস্ট আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচটি।

এরারপার প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন ‘এরারপার লেজেন্ডস’

পূর্বায়ন সরকার, কমলপুর, ২১ জুলাই : ২০ জুলাই, রবিবার এরারপারে অনুষ্ঠিত হল বহু প্রতীক্ষিত এরারপার প্রিমিয়ার লিগ (ক্গ্গজ্জ)-এর ফাইনাল ম্যাচ। জমজমাট এই খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় ‘এরারপার লেজেন্ডস’। দলের মালিক ছিলেন জয়দীপ গুপ্তবৈদ্য এবং অধিনায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দেন পাণ্ডু গুপ্তবৈদ্য। দলগত সংহতি, কৌশল এবং পারফরম্যান্সের দিক দিয়ে এই দলটি ফাইনালে সকলকে মুগ্ধ করে শিরোপা ছিনিয়ে নেয়।

এই টুর্নামেন্টটি আয়োজিত হয় দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে, যাতে এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে খেলার আনন্দের পাশাপাশি পারস্পরিক সম্পর্কের মধুরতাও উপভোগ করতে পারেন। টুর্নামেন্টটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অভিজিৎ গুপ্তবৈদ্য, যার সঙ্গে এরারপারের আরও অনেক ক্রীড়াপ্রেমী এবং সমাজসেবী এই আয়োজনকে সংঘল করতে এগিয়ে আসেন। অভিজিৎ গুপ্তবৈদ্য জানান, দুর্গাপূজার প্রাক্কালে এলাকার সকল মানুষের অংশগ্রহণ এবং উপস্থিতিকে কেন্দ্র করেই এই আয়োজন করা হয়েছে।

ফাইনালে রানার্স আপ হয় ‘এরারপার সুপার কিংস’, যাদের অধিনায়ক ছিলেন অভিজিৎ চক্রবর্তী। যদিও তারা শিরোপা জয় করতে পারেনি, তবে পারফরম্যান্সে কেউ পিছিয়ে ছিল না। দলের অধিনায়ক অভিজিৎ চক্রবর্তী নিজেই দুর্দান্ত বোলিং করে সেরা বোলারের পুরস্কার জিতে নেন, অন্যদিকে দলগ্রন্থকর্ষ সুজন গুপ্তবৈদ্য হন সেরা ব্যাটসম্যান। সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার অর্জন করে এরারপারের প্রবীণ সদস্যদের নিয়ে গঠিত দল। তাদের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন দেবোশিষ চন্দ। এই পুরস্কার এক অনন্য বার্তা দেয় যে খেলাধুলা শুধুমাত্র তরুণদের নয়, বরং সকল বয়সের মানুষের জন্যই উদ্ভূত।

পুরো ম্যাচজুড়ে ছিল উৎসাহ, উত্তেজনা এবং আনন্দঘন এক পরিবেশ। EPL-এর এই আয়োজন কেবল একটি খেলা নয়, বরং একটি সামাজিক মিলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল, যেখানে ক্রীড়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতির বন্ধন।

রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র প্লেট গ্রুপের সেমিফাইনাল কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বারবার ব্যাহত হয় ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত এবারের চলতি খরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লড়াই। রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট গ্রুপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনাল ম্যাচ একাধিকবার পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হয় বৃষ্টির কারণে। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হওয়ায় নতুন করে এই টুর্নামেন্টের দুটি সেমিফাইনাল সহ ফাইনাল ম্যাচের সূচি ঘোষণা করে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। ইতোমধ্যে এই টুর্নামেন্টের দুটি গ্রুপে পয়েন্ট তালিকায় প্রথম দুই স্থান অর্জন করার সুবাদে সেমিফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নয় সোনামুড়া, কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর ও জিরানিয়া। সংশোধিত নতুন সূচি অনুযায়ী আগামী ২৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ। সেদিন ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে অংশ নেবে সোনামুড়া ও কাঞ্চনপুর। বৃষ্টির কারণে এই ম্যাচটি সেদিন পরিত্যক্ত হলে, তার পরদিন (রিজার্ভ ডে-৩ে) সম্পন্ন করা হবে। একই ভাবে ২৫ জুলাই এই মাঠেই অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ। তাতে মুখোমুখি হবে ধর্মনগর ও জিরানিয়া। ফাইনাল ম্যাচটি নির্ধারণ করা হয় ২৭ জুলাই ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে।

আন্তর্জাতিক দাবা দিবসের প্রতিযোগিতায় দেবাংকুর সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চ্যাম্পিয়ন হলো দেবাংকুর ব্যানার্জি। আন্তর্জাতিক দাবা দিবস উদযাপন উপলক্ষে রবিবারে অনুষ্ঠিত রাজা ফিড রেটিং ব্লিটজ চেস চ্যাম্পিয়নশিপে। রবিবার এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে অনুষ্ঠিত হয় ৯ রাউন্ডের ওই আসর। তাতে রেকর্ড সংখ্যক ১২৯ জন দাবাড়ু অংশ নেন। সকালে আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক, সচিব মিঠু দেবনাথ সহ রাজা সংস্থার কর্তারা। ড় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয় রাজ্যের প্রথম দাবাড়ু হিসেবে আই আই টি খড়গপুরে পড়াশোনা সুযোগ পাওয়া শুভনীল মজুমদারকে। ৯ রাউন্ডের আসরে ৮ পয়েন্ট পেয়ে

ভোকলসে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে দেবাঙ্কুর ব্যানার্জি এবং শাকা সিংহ মৌদক। সাত পয়েন্টে তৃতীয় থেকে অষ্টম স্থান দখল করে যথাক্রমে শান্তিরবাজারের অগ্রজিৎ পাল, দেবায়ন দাস ,আক্রষ কর্মকার, শাখোয়াত হোসেন, মেহেক্বীপ গোপ এবং অনুপম নাথ। সাড়ে ছয় পয়েন্টে নবম এবং দশম স্থান দখল করেন যথাক্রমে রাজবীর আহমেদ এবং পূর্বেভোত্বেরর সর্বকনিষ্ঠ ক্যাডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। আসরে মহিলা বিভাগের সঙ্গীতা সাহা, ভেটারেন্স বিভাগে শিখা দাশগুপ্ত, অনূর্ধ্ব ১৪ বালক বিভাগে আয়ুষ সাহা, দত্ত মেনগাস, অভিনব নাথ, বালিকা বিভাগে উর্ষি সাহা, মৌলি ভট্টাচার্য, ঐশানি দেব,

অনূর্ধ্ব ১২ বালক বিভাগে প্রাঞ্জল দেবনাথ, অতুরি প আচারিয়া, প্রতিরূপ পাল, বালিকা বিভাগে অঙ্কিতা সরকার, আরাধ্যা চৌধুরী, অরুন্ধতী দাস, অনূর্ধ্ব ১০ বালক বিভাগে শুভায়ন দাস, রোহিণি সাহা, পীতম্বর দেবনাথ, বালিকা বিভাগের আদ্যা দিগ্ , নাভিয়া দে, অজিজা সাহা, অনূর্ধ্ব ৮ বালক বিভাগে দেবরাজ ভট্টাচার্য, দীপ্তনীল দে, অয়নজিৎ নাগ, বালিকা বিভাগে এস দিলশাদ,তৃত্বিকা কামরাপু এবং অবস্থিষ্ণ চক্রবর্তী প্রথমা ত্রিটি করে স্থান দখল করে। রাজা দাবা সংস্থার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। আসর পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য। সহযোগিতা করেন মিটন গোপ এবং মিঠুন পাল।

নীনজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল শীল্ডের মহারণে আজ ফরোয়ার্ড - র্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে রাখাল শিশু নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। চলতি এই টুর্নামেন্টে প্রাই শেষ পর্যায়ে। ড় অর ভাই ম্যাচে একের পর এক প্রতিপক্ষদের হারিয়ে টুর্নামেন্টের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাব ও র্লাড মাউথ। আগামীকাল মঙ্গলবার দুই দলের মহারণ তথা টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। শিশু দখলের লড়াইয়ে এদিন উমাকান্ত মিনি

স্টেডিয়ামে নৈশকালীন ম্যাচে মুখোমুখি হবে উভয় দল। লক্ষ্য অবশ্যই একটা, ট্রফি দিয়ে এবারের সিনিয়র প্রথম ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করা। আর এই লক্ষ্যমাত্রকে সামনে রেখেই ফরওয়ার্ড ও র্লাডমাউথ খের ফুটবলাররা আগামীকাল পরস্পরের মুখোমুখি হতে চলেছে। চূড়ান্ত পর্বের লড়াইয়ে নামার আগে সোমবার উভয় দল সেধে নিল তাদের চূড়ান্ত অনুশীলন। লড়াইয়ের ময়দানে

এক হাঁকি জমিও কোন দল ছাড়তে নারাজ। তাই নক আউটের ফাইনাল ম্যাচ মানেই অর্থাৎ জমজমাট ফুটবল ম্যাচ। গুরুত্বপূর্ণ এই চূড়ান্ত ম্যাচের সাক্ষী থাকতে এদিন নিঃ সন্দেহ ভাবেই প্রচুর সংখ্যক ফুটবলপ্রেমী দর্শক উপস্থিত থাকবেন ময়দানে। তার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতিও চূড়ান্ত। এখন দেখার বিষয় নবকই মিনিটের ফাইনাল ম্যাচের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কোন দল ট্রফি দখল করতে সক্ষম হয়। তার দিকেই এখন তাকিয়ে ফুটবলপ্রেমীরা।

ম্যাণ্ডুয়েরকে বল করলেন সিরাজ, পেনাল্টি মারলেন পন্থ, ম্যাঞ্জেস্টারে গিয়ে ইউনাইটেডের শিবিরে হাজির ভারতীয় দল

চতুর্থ টেস্ট খেলতে ম্যাঞ্জেস্টারে গিয়েছে ভারত। রবিবার দিনটা একটু অন্য রকম কাটল তাদের। ক্রিকেটের সঙ্গে মিলন হল ফুটবলের। ম্যাঞ্জেস্টার ইউনাইটেডের শিবিরে হাজির হলেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। মাইক মুহুর্ত ভৈরি হল সেখানে। ম্যান ইউ ফুটবলারদের সঙ্গে ভারতীয় দল একসঙ্গে ছবিও তুলল।ভারতীয় দল এবং ম্যান ইউ, দু’দলেরই জার্সি স্পনসর আমেরিকার একটি সংস্থা। তাদের উদ্যোগেই এই ফটোগুট আয়োজন করা হয়েছিল। তবে সেখানে যে এত সুন্দর মুহূর্ত তৈরি হবে তা অনেকেই ভাবতে পারেননি। দেখা গিয়েছে, ম্যান ইউয়ের কোচ রুবেন আমোরিম থেকে বেশ কিছু ফুটবলার ভারতীয় ক্রিকেটারদের

ভালই চেনেন।ম্যাঞ্জেস্টারের অনুশীলনের মাঠ ক্যারিটনে স্বাগত জানানো হয় ভারতীয় ক্রিকেটারদের। দু’দলের সঙ্গলকে জার্সি বিনিময় করতে দেখা যায়। ভারতের ক্রিকেটারেরা ম্যান ইউয়ের জার্সি এবং ম্যান ইউ ফুটবলারেরা ভারতের জার্সি পরেছিলেন।ম্যান ইউয়ের অধিনায়ক ম্যাণ্ডুয়েরকে দেখা গিয়েছে প্যাড পরে ব্যাট করতে। মহম্মদ সিরাজের বেশ কয়েকটি বল খেলেন তিনি। পরে দু’জনকে খুনসুটি এবং হাসিগল্পে মাততেও দেখা যায়।সিরাজের প্রিয় ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, বিনি দু’পর্বে ম্যান ইউয়ে খেলেছেন। তাঁর অনুরণে উদয় খেলেন। ১৭ অগস্ট আর্সেনালের বিরুদ্ধে তাদের সিরাজকে ক্রম যান না পছন্ড।

তিনি ক্রিকেটার থেকে ফুটবলার হয়ে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েকটি পেনাল্টি শট নিয়েছেন তিনি। গোলের নিচে ছিলেন টম হিটন। সিরাজ গল্প জুড়েছিলেন ম্যাণ্ডুয়ের এবং কাসেমিরো, আমাদ দিয়ালোর সঙ্গে। জসপ্রীত বুমরাহ কথা বলেন ম্যাসন মাউন্টের সঙ্গে। কোচ গৌতম গম্ভীরকে দেখা গিয়েছে আমোরি়মের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করেন শুভমনগু। সব মিলিয়ে, দিটা ভালাই কেউ দেও দু’দলের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ২৩ জুলাই থেকে চতুর্থ টেস্ট খেলতে নামবে। ম্যান ইউ এই মুহূর্তে প্রাক মরসুম প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ইপিএলে ১৭ অগস্ট আর্সেনালের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান শুরু।

চোট পাওয়া নীতীশ ও অশদীপের চলতি সিরিজে ভবিষ্যৎ কী ? জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

জন্মনা ছিল। সেটাই সত্যি হল। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের মাঝে চোটের ধাক্কা খেল ভারতীয় দল। লর্ডসে তৃতীয় টেস্টের পর চোটের পেয়েছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি ও অর্শদীপ সিংহ। তাঁরা কি চলতি তালিকায় প্রথম দুই স্থান অর্জন করান? জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।সোমবার বোর্ড জানিয়েছে, চলতি সিরিজ আর খেলতে পারবেন না নীতীশ। তার বাঁ হাঁটুতে চোট লেগেছে। দেশে ফিরেছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেয়ে বোর্ড। অর্শদীপ নেটে বল ধরতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন। তাঁর বাঁহাতের আঙুল কেটে গিয়েছে।ফলে চতুর্থ টেস্টে তিনি খেলতে পারবেন না। তবে সিরিজ থেকে ছিটকে যাননি অর্শদীপ। পঞ্চম টেস্টে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর বিসিসিআই আরও জানিয়ে দিয়েছে, ম্যাঞ্জেস্টারে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অংশুল কশ্যাপ। নীতীশ দেশে ফেরায় তাঁর বদলে করোজকে নেওয়া হয়েছে। তিনি

চতুর্থ টেস্টে খেলবেন কি না, তা নিয়ে অবশ্য কিছু জানায়নি বোর্ড।চতুর্থ টেস্টের আগে এমনিতেই একের পর এক চোটের ধাক্কা ভারতীয় দলে। লর্ডসে চোট পেয়েছেন ঋষভ পন্থ ও আকাশদীপ। পন্থ ভিডিয়োবার্ণার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে তাঁর খেলায় কানও সমস্যা নেই। কিন্তু ম্যাঞ্জেস্টারে চতুর্থ টেস্টে বাংলার পেসার আকাশদীপকে পাওয়া লাগিয়ে বল করতে পারছিলেন না বাংলার বল কর্মর পর মাঠ ছেড়ে সাজঘরে যান তিনি। পিচে ছিলেন দলের ফিজিয়ার। পিঠে হাত দিচ্ছিলেন আকাশ। ফলে সেখানেই যে সমস্যা হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছিল।আকাশদীপের পিঠের সমস্যা নতুন বয়। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে পিঠের ব্যথার

জন্যই মাঝ পথে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। প্রায় তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল। এমনিতেই এলার গুরুত্বও খেলতে পারেননি আকাশ। সেই সমস্যা আবার হচ্ছে তাঁর। ফলে ম্যাঞ্জেস্টারে আকাশদীপের খেলা নিয়ে সশয়্যে রয়েছে।অনুশীলনেও বল করেন তিনি।এই পরিস্থিতিতে বুমরাহ ও আকাশদীপকে একসঙ্গে খেলাতে পারবে না। আগেই ঠিক ছিল যে বুমরাহ তিনটে টেস্ট খেলেও এক সূত্র বলছেন, “বাকি দ্বিটি টেস্টে বুমরাহ ও আকাশদীপ একসঙ্গে খেলবে না। আগেই ঠিক পেয়েছে। ফলে দু’জনকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে না। যদি বুমরাহ ম্যাঞ্জেস্টারে খেলে তা হলে আকাশদীপ ও ভালে ওর বদলে খেলবে।”

আন্তর্জাতিক মানের পাম ওয়েল গবেষণা কেন্দ্র হচ্ছে রাজ্যে ঃ কৃষিমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: ত্রিপুরায় ইতিমধ্যে ৪,০০০ হেক্টর জমিকে পাম তেল চাষের আওতায় আনা হয়েছে। ২০২৫—২৬ অর্থবছরের মধ্যে মোট ৭,০০০ হেক্টর জমিতে পাম তেল চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে রাজ্য সরকার। আজ বামুটিয়া এলাকার তালতলায় অনুষ্ঠিত মেগা অয়েল পাম রোপণ অভিযান উদ্বোধন করে এই তথ্য জানান রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশ মাছ, চাল, ইত্যাদিতে আত্মনির্ভর হলেও, ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে আমরা এখনও আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীও চাইছেন, দেশ যেন ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। না হলে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলে যায়। দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জমি পাম তেল চাষের উপযোগী। এই কারণে সরকার এই অঞ্চলে তেল পাম চাষে জোর দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাবার বাগানে মাঝে অন্য কিছু চাষ করা যায় না, কিন্তু পাম তেল চাষের ফাঁকে কৃষকেরা অন্যান্য ফসলও চাষ করতে পারবেন। দপ্তর তাদের সাহায্য করবে গাছপালা পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে চারা বিতরণ পর্যন্ত সমস্ত কাজ দপ্তরই করবে। মন্ত্রী জানান, পাম তেল থেকে দুটি ধরনের তেল তৈরি হয় একদিকে বাগানে, একটি পাম অয়েল, অন্যদিকে শিল্পের জন্য ব্যবহৃত পাম কার্নেল অয়েল। এছাড়াও, পাম অয়েল ব্যবহার হয় প্রসাধনী, গুয়ুথ, বায়োফুয়েল এবং বায়ো-লুরিকাস্ট তৈরির ক্ষেত্রেও। ২০১২ সালে ভারত সরকারের ডি.এস.সি কমিটি ত্রিপুরায় প্রাথমিকভাবে ৭,০০০ হেক্টর জমিকে পাম তেল চাষের উপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে। পরে ২০২০ সালে

আইসিএআর- আইআইওপিআর রি-ইন্সলুয়েশন কমিটি ডিজিটাল ম্যাপিং-এর মাধ্যমে ১,৪৬,৬৬৪ হেক্টর জমিকে সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করে। মন্ত্রী জানান বামুনালা মিশন অন এডভিল অয়েলস—অয়েল পাম প্রকল্পের আওতায় উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ অধিকারের ভিত্তিতে রাজ্যে দুটি প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা যুক্ত হয়েছে। ২০২২ সালের ১লা আগস্ট গভরেজ আগ্রোভেট লিমিটেড এবং ১০ আগস্ট পতঞ্জলি ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (মৌ) স্বাক্ষরিত হয়। গভরেজ আগ্রোভেট লিমিটেডকে উনকাউ, উত্তর ও থলাই জেলা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, এবং পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেড পেয়েছে খোয়াই, পশ্চিম, সোপাহিজালা, গোমতী ও দক্ষিণ জেলা। মন্ত্রী আরও জানান, ২০২৪ সালের ১০ই আগস্ট থলাই জেলার নালকাটা গভরেজ আগ্রোভেট লিমিটেড একটি পাম অয়েল প্রসেসিং ইউনিটের শিলান্যাস করা হয়। একইসঙ্গে এই সংস্থা মালয়েশিয়ার এস ডি ওথরি ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা ও সমাধান কেন্দ্রও স্থাপন করবে। অন্যদিকে, পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেড যুমুলুও এর কাছে গুরুপদ পাড়া বাগানে, একটি পাম অয়েল প্রসেসিং ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। মন্ত্রী শেষে বলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় রাজ্যে ২০২৫—২৬ অর্থবছরের মধ্যে ৭,০০০ হেক্টর জমিতে তেল পাম চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধীন উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ অধিকার এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিজেপির পৃষ্ঠাপ্রমুখ যোগ দিলেন সিপিআইএম দলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২১ জুলাই: সোনামুড়ার নলছড় বিধানসভার অন্তর্গত নকশা পাড়ায় রাজনৈতিক পালাবদলের হাওয়া বইছে। গতকাল প্রায়গুই এলাকার বাসিন্দা শ্রেমোজিত দাস ও তাঁর গোটা পরিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপি দল থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সিপিআইএম-এ যোগ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, শ্রেমোজিত ছিলেন নলছড় বিধানসভার ১ নং বৃথের পৃষ্ঠা প্রমুখ। শ্রেমোজিত দাস জানান, নির্বাচনের আগে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি দলে ভেঙেলেও বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়নি। দলীয় কল্যাণে পাশে দাঁড়ানোর দাবিতে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের দাবি হতশা করেছে দল। তিনি আরও জানান, তাঁর পরিবারের ছয়জন ভোটার এখন থেকে সক্রিয় ভাবে সিপিএমের হয়ে কাজ করবেন। সিপিএমের নেতৃত্বে এদিন তাঁর বাড়িতে একটি ঘণ্টাব্যাপী উঠানসভা আয়োজিত হয়। উ পস্থিত ছিলেন সিপিএম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তপন দাস, উপজাতি যুবনেতা খরান ত্রিপুরা, সুবল দেবনাথ, শিবানন্দ লোধ ও বানি সিং দেববর্মা। আলোচনা শেষে তাঁকে ও তাঁর পরিবার কে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে সিপিএমে বরণ করে নেওয়া হয়। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সিপিএম নেতারা জানান, আগামী দিনগুলোতে আরো বেশ কিছু পরিবার বিজেপি ছেড়ে সিপিএমে যোগ দিতে চলেছে।।

ফের বিদ্যালয়ে চুরি
নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ জুলাই: ফের বিলোনিয়ায় বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা সংঘটিত হল। রবিবার রাতে স্বাধ্যমুখ বিদ্যালয়ে চুরি হয়েছে প্রায় ১০ লাখ টাকার দ্রব্য। চোরের দল স্কুলের গেট ভেঙে মিজ ডে মিলের রান্না করার তিনটি গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে যায়। আজ সকালে এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয় স্কুলের শিক্ষকরা এবং এলাকাবাসী। সাথে সাথে স্বাধ্যমুখ ফাঁড়ি থানায় অভিযোগ করে জানানো হয় জেলা শিক্ষা কার্যালয়ে।

গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সুবিধাভোগীদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে হবে: পঞ্চায়েত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সুবিধাভোগীদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার উপর পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণ গুরুত্বারোপ করেছেন। আজ গোমতী জেলা পঞ্চায়েতরাজ্য ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স হলে আয়োজিত পঞ্চায়েত দপ্তরের গোমতী জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মণ বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা যাতে সমাজের সব অংশের মানুষ যথাযথভাবে পেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে। পর্যালোচনা সভায় জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে প্রাপ্ত অর্থে গোমতী জেলায় নানা উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। ইতিমধ্যে চন্দ্রপুর কলোনী গ্রাম পঞ্চায়েতে শাশান, ইচাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে শৌচালয়, কুঞ্জবন এবং

গর্জিগ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জলের ট্যাংক, ইন্দ্রিয়ানগর গ্রাম পঞ্চায়েতে কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৬ লক্ষ ৭টি হাজার টাকা। এছাড়া মাতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন পানীয় জলের ট্যাংক, পালাটানা এবং বাইী গ্রাম পঞ্চায়েতে গেট ও রাউন্ডারি ওয়ালা, টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ চলছে। তিনি জানান চলতি অর্থবর্ষে টাইড এবং আনটাইড খাতে এখন পর্যন্ত ৩৯ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর মধ্যে ১৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নানাজি দেশমুখ সার্বোচ্চ পঞ্চায়েত সত্যত বিকাশ পুরস্কার হিসাবে ৫ কোটি টাকা গোমতী জেলাকে প্রদান করেছে। এই অর্থ দিয়ে গোমতী জেলায় উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। এর মধ্যে গোমতী জিলা পরিষদের নেত, দেলোর উত্তরগাট চটি রুকের বিভিন্ন গণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

পরিবারের নিরাপত্তার দাবিতে থানার দ্বারস্থ অসহায় পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ জুলাই: আওনে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে বড় মেয়েকে, এখন ছোট মেয়েকেও এসিড নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবে বড় মেয়ের জামাই, এমনটাই অভিযোগ অসহায় পিতার। বিশালগড় থানাধীন গজারিয়া এলাকার নিতাই দাসের মেয়েকে চিএসআর এ কর্মরত স্বপন দাসের কাছে বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের ১১ বছরের মাথায় গত বিব্বকর্মা পূজার দিনে আওনে লাগিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে মেয়েকে, এমন অভিযোগ এনে নিতাই দাস বিশালগড় থানায় মামলা করে ছিলেন। থেপ্তারও হয়েছিলেন স্বপন দাস। আবার ছাড়াও পেয়ে গেছেন পুলিশের হাত থেকে। এখন ছাড়া পেয়ে আবার শব্দর বাড়িতে গিয়ে নিতাই দাসের ছোট মেয়েকে এসিড নিক্ষেপ করে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে এখন অভিযোগ এনে নিতাই দাস সোমবার বিশালগড় থানার দারস্থ হয়।

উনার অভিযোগ উনার বড় মেয়েকে আওনে দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলার সঠিক বিচার উনি পাননি। এবারে ছোট মেয়েকে এসিড নিক্ষেপ করে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। তাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তিনি এবং তার পরিবার। তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জর্জি জানিয়ে বিশালগড় থানায় অভিযোগ জমা করেন গজারিয়ার নিতাই দাস।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: গোপন খবরের ভিত্তিতে গাঁজা বোকাই গাড়ি আটক করল পুলিশ। গাড়ি থেকে মোট ৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এসডিপিও এনসিসি সুরত বর্মণ, এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিভূজ মণ্ডলের নেতৃত্বে এয়ারপোর্ট থানার সাব ইন্সপেক্টর মামুন উল্লাহ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর মার্জিন কৃষ্ণ ত্রিপুরা এবং এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ও টি এস আর বাহিনীর জওয়ানরা নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেলে। একটি গাঁজা বোকাই গাড়ি আটো গাড়ি যার নাম্বার টি আর ০১৩ জি-৩৬৭৯ প্রচুর পরিমাণ গাঁজা রয়েছে এই গোপন সংবাদের পরে পুলিশ এবং গাড়িটি আসলে আটক করে তত্ত্বাবধি চালিয়ে মোট ৫০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। নরসিংগড় এলাকার মৃত শচীন্দ্র ঘোষের ছেলে নেশাকারবারি সুমন ঘোষকে তার আটো সমেত গ্রেফতার করে পুলিশ এবং তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইন অনুযায়ী মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে।

বনমন্ত্রীর বিধানসভার রাস্তা বেহাল দশায়, সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মণের বিধানসভা এলাকায় রাস্তার বেহাল অবস্থা ঘিরে জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। চাম্পাহাওর থেকে তঞ্চঙ্গ্যা যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এটি বনামন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মণের বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত। আশারাবাদি বিধানসভা এলাকার চাম্পাহাওরের তঞ্চঙ্গ্যা এলাকার রাস্তাটি সংস্কারের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার জনগণ স্থানীয় প্রশাসন ও দপ্তর কর্মকর্তাদের কাছে দাবী জানিয়ে আসছেন। কিন্তু রাস্তা সরকারের জন্য কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। ফলে বিশেষ করে বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণ ২০০৬ প্রমাণের অভাবে সকল ১২ সাজাপ্রাপ্ত বেকসুর খালাস, রায় বম্বে হাইকোর্টের

মুম্বাই, ২১ জুলাই : তদন্তে ব্যর্থতা মহারাষ্ট্রে পুলিশি ভূমিকা খুবই লজ্জায় ফেলেছে গোটা দেশকে। প্রমানের অভাবে ২০০৬ সালের মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণ মামলায় সমস্ত ১২ জন অভিযুক্তকে নির্দোষ রায় দিল বম্বে হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি অনিল কিলোর ও শ্যাম চাঁদক সম্মুখে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ এই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেছেন। আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, অভিযোগ প্রমাণ করতে রাস্তাপক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার মতো কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। আজ্ঞাও সেই দিনের কথা মনে পড়লে অনেকেই শিউরে উঠেন। ২০০৬ সালের ১১ জুলাই সন্ধ্যায় ব্যস্ত সময়ে মুম্বাইয়ের পশ্চিম রেলপথের লোকাল ট্রেনে সাতটি ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটে। প্রেসার কুকারে বোমা ভরে প্রথম শ্রেণির কামরাগুলিতে রাখা হয়েছিল। এই ভয়াবহ রোড থেকে সাতাঙ্ক, বাস্কা, যোগেশ্বরী, মীরা রোড, মটুঙ্গা, বোরভলির মতো সাতটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপথের জায়গায়। মাত্র ১১ মিনিটে সাতটি ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। গোটা শহরে সন্ত্রাসের ছায়া নেমে এসেছিল এবং শেখজড় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু হয়েছিল। ২০১৫ সালে একটি বিশেষ আদালত এই মামলায় ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। তাদের মধ্যে ৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। পরে মহারাষ্ট্র সরকার মৃত্যুদণ্ডের অনুমোদনের জন্য বম্বে হাইকোর্টে আবেদন করেছিল। সাজাপ্রাপ্তরাও নিজেদের শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন। আজ বিচারপতি অনিল কিলোর ও এস. এম. চাঁদকের বেঞ্চের পরাবেক্ষণ, ঘটনার পর চার বছর পর সাক্ষীর অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, “অত্যন্ত

অস্বাভাবিক”। সাথে বলেছে, রাস্তাপক্ষের প্রমাণ “বিশ্বাসযোগ্য নয়” এবং এর উপর ভিত্তি করে দোষী সাব্যস্ত করা নিরাপদ নয়। আদালত বলেছে, এক সাক্ষী দাবি করেন, তিনি বোমা তৈরি হতে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি ১০০ দিনের মধ্যে আদালতের মত্বে, ওই সাক্ষী শুরুতে অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন, পরে নিজের বয়ান পাল্টান। রাস্তাপক্ষ আইনি প্রমাণের মানদণ্ডে ব্যর্থ হয়েছে বলে জানিয়েছে হাইকোর্ট। আদালত আরও জানিয়েছে, যদি অন্য কোনো মামলায় তারা গ্রেপ্তার না থাকেন, তবে অবিলম্বে তাদের মুক্তি দিতে হবে। ২০২৪ সালের জুলাই থেকে শুরু হয়ে ছয় মাস ধরে হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি চলেছে। বিবাদী পক্ষ দাবি করে, অভিযুক্তদের কাছ থেকে নেওয়া স্বীকারোক্তি মহারাষ্ট্র সংগঠিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন (এমসিওসিএ) এর আওতায় চাপ ও অত্যাচারের মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে। সেই সন্দেহ তারা ভারতের মুজাহিদিন (আইএম) সদস্য সাদিকের স্বীকারোক্তিও তুলে ধরেন, যেখানে হামলায় ওই জঙ্গী গোষ্ঠির জড়িত থাকার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, বিশেষ সরকারি স্ক্রী সুলজা ঠাকুরে তিন মাস ধরে তীব্র সংগ্রাম করে বলেন, এই মামলা দেশের ‘দুর্লভ থেকে দুর্লভতম’ সন্ত্রাসী হামলার একটি উদাহরণ। অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ সাজা প্রাপ্য। রায় ঘোষণার পর বিভিন্ন জেল থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সন্তু থাকা অভিযুক্তরা তাদের আইনজীবীদের ধন্যবাদ জানান। অন্যদিকে, বিস্ফোরণে নিহতদের পরিবার এই রায় শুনে হতবাক ও মর্মহীত। মহারাষ্ট্র সরকার এবং বিচারপক্ষ, ঘটনার পর চার বছর পর সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপিল করার কথা বিবেচনা করেছে।

পানিসাগর বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ জনসাধারণ, দায়িত্ব পালনে শিথিলতায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২১ জুলাই: পানিসাগর বিদ্যুৎ দপ্তরের নানা গাফিলতি ও অনিয়ম নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এলাকার জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণ। এই পরিস্থিতিতে সোমবার পানিসাগর বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র মানেজার চন্দ্রমনি নাথের সঙ্গে এক প্রতিনিধিমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন তারা। সাক্ষাৎকারে চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় নাথ, পানি সাগর মন্ডল সাধারণ সম্পাদক ধনঞ্জয় দাস, মন্ডল সভাপতি বিবেকানন্দ দাস, মন্ডল সদস্য বিক্রম নাথ, সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্যে আওতাভুক্ত হলেও ফোনা মারফত যোগাযোগ করতে গেলে অধিকাংশ

সময়ই গ্রাহকদের হয়রানির শিকার হতে হয়। কর্মীরা সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে দায়সারা মনোভাব প্রদর্শন করেন। জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্যে স্পষ্ট, বিদ্যুৎ দপ্তরের এই শিথিলতা পুরো মহকুমার জনগণের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, পানিসাগর বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা কবে শীতঘুম থেকে জেগে উঠে জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করবেন? তারা আরো অভিযোগ করে বলেন, বহুরা জনা নো হলেও, বহু পরিবার এখন বিদ্যুৎ সংযোগ পেলেও সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন না। দপ্তরের উচিত অবিলম্বে এই অনিয়ম দূর করে গ্রাহকদের স্বস্তি প্রদান করা।

সরকারি নালা দখল, প্রতিবাদে থানায় মামলা গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২১ জুলাই: দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সরকারি নালা নিজেদের বলে দাবি করে বেড়া দিয়ে দখল করায় গ্রামবাসীদের মধ্যে বিবাদ চলছিলো বহু বছর ধরে। অবশেষে ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা দখলকারীদের বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করায় মার্চে নামল পুলিশ। ঘটনা কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডে। এই এলাকার বাসিন্দা ছায়াদ আলী, আব্দুল কালাম, মিরজান আলী, আব্দুল রকিব, আব্দুল হক ও রমজান আলী এই ছয় ব্যক্তি দীর্ঘ বছর ধরে সরকারি তেরো ফুট নালার অধিকাংশই দখল করে

লোকের কারণে তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলে বাধ্য হয়ে তারা কদমতলা থানায় দ্বারস্থ হয়েছেন। উপরোক্ত ছয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানালে থানার পুলিশ ও চিএসআর বাহিনী গাফিলতিতে দুইশ বিঘা ধানের জমি রয়েছে। ফলে ধান চাষের জন্য কৃষকদের ব্যয়বাহিতের একমাত্র রাস্তাটি এই ছয়জন দখল করে নিয়েছেন। আর এই ছয়জন পাড় বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া কৃষকরা নিজেদের কৃষিকাজের জন্য গরু নিয়ে যেতে পারেন না বলে অভিযোগ করেন। এই বিষয়ে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় স্থানীয় মাতব্বররা একাধিকবার বিষয়টি সমাধান করতে চাইলেও কিছু সুবিধাভোগী

১০ দফা দাবিতে বিলোনীয়া মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন সিপিআইএম বিলোনীয়া শহরাঞ্চল কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ জুলাই: বিলোনীয়া মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিলে সিপিআইএম বিলোনীয়া শহরাঞ্চল কমিটি। সোমবার সিপিআইএমের শহরাঞ্চল কমিটির পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল বিলোনীয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গিয়ে দশ দফা দাবির সমদ মহকুমা শাসক দেবশীল দাসের হাতে তুলে দেয়। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে বিলোনীয়া রতন মনি সেতু থেকে বিলোনীয়া পুরাতন মটর স্ট্যান্ড পর্যন্ত মুহুরী নদীর বাঁধ চওড়া, উচ্চতা বৃদ্ধি এবং সিসি রক দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করা, বিলোনীয়া বনকর বাজার, এক নং টিলা নেতাজি সুভাষ প্রজাতি মার্কেট, বিলোনীয়া বনকর মহাশাশন দ্রুত পঙ্কজ ও ইলেক্ট্রিক চুক্তি স্থাপন করা,

দাবিগুলি পুরনো উদ্যোগ নব্বেন।
**শেবতীর্থ উনকোটিতে
গিয়ে শিবের মাথায়
জল ঢেলে পূজার্চনা**
ভক্তদের
নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ জুলাই: আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। এ উপলক্ষে শিবভক্তরা কৈলাসহর দক্ষিণাতি থেকে জল ঢেলে পূজাচনা করেন। শিব ভক্তরা এই মাসে বিশেষ অপেক্ষা করে থাকেন। হিন্দু পঞ্চাঙ্গ অনুসারে শ্রাবণে হিন্দু বর্ষের পঞ্চম মাস। এ সময় ভগবান শিবের পূজা যারা করেন তাদের সমস্ত মনোকামনা পূরণ হয়।